শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
লীলা স্মরণ ভজনামৃত

শ্রীমদন মোহন দাস বাবাজী
সংগৃহীত।

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura
Nityanand Baba Ashram

শ্রীশ্রীরাধা মদন মোহনৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
লীলা স্মরণ ভজনামৃত

শ্রীমদন মোহন দাস বাবাজী
সংগৃহীত।

প্রকাশক
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ভক্ত মহাশয়।
পোঃ বুড়ীখালি, জিলা হাওড়া।

প্রকাশক
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ,
পোঃ বুড়ীখালি, জেলা হাওড়া।

সেবক প্রেস,
৩৪, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ হইতে
শ্রীকৃষ্ণদাস দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধা মদন মোহনৌজয়তঃ।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ কুণ্ড নিবাসী সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ পদ্ম আশ্রয় করতঃ তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্র দীক্ষা, ও ভেক্ (বৈরাগ্য) গ্রহণ করি। শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপায় শ্রীগুরু মহারাজজী কৃপা করিয়া নাম দিয়াছেন, মদনমোহন দাস। অতি কৃপাময় শ্রীগুরুদেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অধমকে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করতঃ নিকটে রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের চারিপাশে অধিক বৈষ্ণবের বাস। কিছুদিন ভজন শিক্ষার পর শ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীচরণে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করি প্রভো! স্বতন্ত্র স্থানে অতি নির্জ্জনে গুফায় বসিয়া ভজন করিলে, আমার ভজন ভাল হইবে, আমার এতাদৃশ অনুরাগ দর্শনে ও বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ দেন, চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে, দূরবর্ত্তী স্থানে না গিয়া, শ্রীগিরিরাজের চতুঃপার্শ্বের মধ্যে আমার নিকটবর্ত্তী স্থানে, গুফায় বসিয়া ভজন কর। আমি তোমার শুভাশুভ ভজন সংবাদ জানিতে পারিব। শ্রীগুরুমহারাজজীর কৃপা স্নেহ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পতিত জীবনকে ধন্য মনে করিয়া, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীগিরিরাজের মুখারবিন্দ নামক জ্যোতিপুরাগ্রাম হইতে দূরবর্ত্তী শ্রীহল্‌দী কুণ্ড নামক স্থানে গুফায় বাস করিয়া শ্রীবনবাসী বৈষ্ণবগণের নীতি অনুযায়ী শ্রীশ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে আসনে বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিতে একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করি।

"প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীগোপিকাগণ এই স্থানে হলুদবর্ণ করিয়া সর্ব্বদা আপনাদের সঙ্গে রাখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নবঘন শ্যামল উজ্জ্বলাঙ্গে হলূদী লেপন করিয়া নিজেদের মত গৌরাঙ্গী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীহল্‌দীকুণ্ড নাম হইয়াছে।"

সস্তিকাসন অর্থাৎ সুখাসনে বসিয়া বহু দিবস ভজন করার পর এক দিবস আসনে বসিয়া একান্ত মনে শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ ভজন করিতেছি, এমতাবস্থায় দৈবাৎ কিঞ্চিৎ তন্দ্রা হইলে, শ্রীশ্রীগিরিরাজের কৃপায় শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণের অতি অপূর্ব্ব কৃপা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তন্দ্রাভঙ্গ হইলে, কি দর্শন করিলাম কি শ্রবণ করিলাম এই বলিয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আনন্দ মনে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে যাইয়া শ্রীগুরুমহারাজজীর নিকটে সমস্ত ঘটনা বিস্তৃত করিয়া বলিলে তিনি স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলেন তোমার বহু সৌভাগ্য তুমি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করতঃ প্রচারে ব্রতী হও। তাঁহাদের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইতে তাঁহারাই সামর্থবান্। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মনে স্থির করিলাম শ্রীরাধারাণীর শ্রীবৃন্দাবন ধাম আশ্রয় করিয়া ১। বৈরাগ্য

২। ভজনকৃত্যফল যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলাম। ক্ষুধা পূর্ণ হইল না। পিপাসাও মিটিল না। আরও বহু আশা মনে ছিল। কি করি। দুঃখের কথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা বাক্যের দুহাই দিয়া বলিতেছি।

"অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোরে গলায় বাধিয়া।
দৈব মায়া বলৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকুপে দিলেক ডারিয়া॥
পুণ যদি কৃপা করি এজনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীনদাস নরোত্তমে॥"

১। দৈব প্রদত্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপাদেশ।

২। শ্রীগুরু মহারাজজীর আদেশ।

৩। ভজনানন্দ মহানুভব বহু বৈষ্ণবগণের আদেশ। আমাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। এই নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারিলাম। এখন পতিত পাবন করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাত্রা করিতে হইবে, কারণ

১। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরূপে বিদ্যা অধ্যয়ন। শ্রীহরিণামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা।

২। ভজন প্রচার। দুইই ত অসম্ভব। কোথায় বা আমার সেই বিদ্যা আর কোথায়ই বা সেই বুদ্ধি। আমি অতি অজ্ঞ জন। যাহা হউক এই সমস্ত বহু চিন্তার পর শ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীচরণার বিন্দ ধারণ করতঃ অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাত্রা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রীরামকণ্ঠ কাব্য ব্যাকরণ, ও তর্কতীর্থ এবং শ্রীঅদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজের নিকট অধ্যয়ন করিয়া আদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিদ্যালয় উঠিয়া যায় তাহার পর আরও অনেক স্থানে কিছু দিন অধ্যয়ন করার পর দৈবাৎ স্বপ্নাদেশ হইল, এখন আমাদের লীলা স্মরণ ভজন প্রচার কর।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই কৃপা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞান, বিদ্যা সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্যতা সত্ত্বেও "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ-ভজনামৃত" নাম দিয়া এই গ্রন্থ দয়াময় মহানুভব বৈষ্ণবগণের নিকট, ভক্তগণের উপকারার্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যদি কৃপাময় বৈষ্ণবগণ নিজগুণে এই অধমের সব ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আদেশ করেন তবেই আমার জীবন ধন্য মনে করিব। আমি দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থ শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।

অদোষ দরশী মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥ ইত্যাদি।

শ্রীমহানুভব বৈষ্ণব দাসানু দাস।
পতিতাধম শ্রীমদন মোহন দাস॥

বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়মণ্ডলে পরিব্রাজক। (ভ্রমণকারী)।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত।
মদনমোহন দাস বাবাজী সঙ্কলিত॥

শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্বসাধারণ ভক্তগণের মধ্যে

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২। শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা এই দুইখানি গ্রন্থ বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়। এই দুইখানি গ্রন্থের দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত গ্রন্থে বিশেষ ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের স্মরণ ভজন মাহাত্ম্য তিনটী শ্লোক বঙ্গানুবাদ সহিত দেওয়া হইয়াছে।

দুই প্রকারেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করা হয়।

১। এক প্রকার উচ্চ সংকীর্ত্তন ভজন।

২। অন্য প্রকার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন।

শ্রীগৌড়মণ্ডলে খোল, করতাল লইয়া, উচ্চ সংকীর্ত্তন এবং শ্রীহরিনাম মালা জপ সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায় না।

১। ক্বচিৎ কোনও বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ভজন করেন দেখা যায়। কিন্তু তিনি উচ্চ সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করেন।

২। আর শ্রীবৃন্দাবনে বনবাসী বৈষ্ণবগণ, শ্রীহরিনাম মালাজপের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ভজন করেন। তাঁহারা উচ্চ সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করেন না।

১। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাটীর নীচে গুফার ভিতরে বসিয়া ভজন করেন। তাঁহাদিগকে গুফাবাসী বৈষ্ণব বলে।

২। আর কোনও কোনও বনবাসী বৈষ্ণব মাটীর উপরে কুটীরে বসিয়া অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ভজন করেন। তাঁহাদিগকে কুটীরবাসী বৈষ্ণব বলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আদি লীলা। ১৭ পরিচ্ছেদ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্ছ তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥

বঙ্গানুবাদ — শ্রীভগবান অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা করিয়া তাঁহার তত্ত্বের সীমা পাওয়া যায় না। সেই ভগবানের তত্ত্ব তর্কের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। প্রকৃতির বহির্ভূত যে অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ তাঁহার লক্ষণ চিন্তা দ্বারা স্থির করা যায় না।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহারা কহিব কত
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর প্রেম নিত্য তাঁহার চরণ সত্য
ভজ সদা অনুরাগ মনে॥

ব্যাখ্যা— ঈশ্বরের তত্ত্ব অনন্ত, তাহার অন্ত নাই। অপার তাহার পার অর্থাৎ সীমা করা যায় না। কোনও জনই তাহার সীমা জানে না।

অতএব ব্রজপুর অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন ধাম, তাহার অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ সত্য জ্ঞান করিয়া, নিত্য তাঁহাদের প্রেম আস্বাদন কর। এবং অনুরাগ মনে সর্ব্বদা তাঁহাদের ভজন কর।

শ্রীহরিনাম জপ ও রূপ-গুণ লীলা স্মরণে সর্ব্ব প্রকারে শান্তি লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ সেবা প্রাপ্ত হইবে।

এই জন্যই এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত গ্রন্থে তত্ত্ব বিষয় অধিক কিছু বলা হইল না।

শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামি পাদ কৃত অনর্পিত চরীচিরাৎ শ্লোক এই গ্রন্থের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে, কারণ অনর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন পদ্ধতি এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বলা হইবে।

সপ্তম-সোপানে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত শ্রীরাধারাণীর তত্ত্ব ও মহিমা বলা হইয়াছে। এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা হইতে উদ্ধৃত শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণতত্ত্ব স্বরূপ ও শ্রীরাধাতত্ত্ব বর্ণন বলা হইয়াছে। এবং শ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়া ভজন বলা হইয়াছে। "সখী ভাবে যেই তাহা করে অনুগতি" ইহা সাধন অর্থাৎ ভজন। "রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।" ইহা সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তি। এই সমস্ত বলা হইয়াছে।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

তাহাই সেবন অর্থাৎ কোন স্থানে সেবন। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে শ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়া সেবন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

নিভৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইয়া
ডাকিব হা রাধানাথ বলি॥

গোচরণ লীলা সখ্য ভাবের সেবা। শ্রীনন্দালয়ে রন্ধন ভোজন বাৎসল্য সেবা। সখীরূপে, মধুর ভাবে, কিশোর কিশোরীর নিত্য নিকুঞ্জ ক্রীড়া সেবা।

অতএব সাধক সখীরূপে, গোচারণাদি, উত্তর গোষ্ঠ, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি কেন ভাবনা করিবেন? সর্ব্বদা সখীরূপে নিকুঞ্জ ক্রীড়া ভজন করিবেন। ইহার নাম শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত।

কি প্রকারে, কোন রীতি অনুসারে ভজন করিতে হইবে ইহার নাম ভজনামৃত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনরূপ অমৃত এই গ্রন্থে বলা হইল।

এই সমস্ত উল্লিখিত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্থাপনা হইল অষ্টকালের মধ্যে সাতটী কাল বাদ দিয়া, একটী কাল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জ ক্রীড়া স্মরণ করা হইবে।

যদি বলেন, সর্ব্বদা নিকুঞ্জে থাকিলে, স্বকীয়া ভাব হইবে, তাহা হইতে পারে না। পর স্ত্রী এবং পর পুরুষ যদি স্থানান্তরিত হইয়া অন্য কোনও স্থানে বহুদিন বাস করে, তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগকে স্বামী, স্ত্রী না ভাবিয়া, পরস্ত্রী পর পুরুষ বলিয়া আপনাদিগকে জানিবে। ইহারই নাম পরকীয়া ভাব। পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। বিশেষ ভাবে বলা হইতেছে।

এই ভজনামৃত গ্রন্থে ভজন ব্যবস্থা চৌদ্দটী সোপান বলা হইয়াছে। ইহাতেই গ্রন্থ সমাপ্তি। ইহার মধ্যে—

১। কতক ভক্ত লিখাপড়া জানে না। তাহারা প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ সোপান পর্য্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার ভজন অধিক বাড়াইবেন। এবং একাদশ সোপানে,— ১। হবিষ্যান্ন ব্রত। দ্বাদশ সোপানে— ২। নক্তব্রত। ত্রয়োদশ সোপানে— ৩। মৌন ব্রত। এই তিনটী ব্রত নিয়ম নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিবেন। আর শ্রীহরিনাম মালা জপ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করিবেন। ও স্মরণ ভজন যাহার যেমন সামর্থ্য হইবে তিনি সেই প্রকার স্মরণ ভজন করিবেন।

২। যাহারা লিখাপড়া জ্ঞাত আছেন, তাহারা সপ্তম সোপান হইতে চতুর্দ্দশ সোপান পর্য্যন্ত, রূপ-গুণ লীলা শিক্ষা স্মরণ ভজন, অধিক বৃদ্ধি করিবেন। ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য এই যে, যে ভক্ত, যে সোপানে থাকুন না কেন, নিম্ন সোপানে থাকিয়া, উচ্চ সোপানের ভজন শিক্ষা করিতে পারিবেন। ইহাতে কোনও বাধা হইবে না।

১। উচ্চ সংকীর্ত্তন। উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন।

২। শ্রীহরিনাম মালা জপ লঘুস্বরে কীর্ত্তন। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীহরিনাম জপ তিন প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন।

১। বাচিক (নিম্নস্তর) লঘুস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া অন্যে শুনিতে পায়। ইহার নাম বাচিক জপ।

২। উপাংশু (মধ্যস্তর) নিজকর্ণে শুনিতে পায়, নিকটে থাকিয়া অন্য জন ভালরূপ শুনিতে পায় না ইহাকে উপাংশু জপ বলে।

৩। মানসিক (উচ্চস্তর) মনে মনে জপ করা অর্থাৎ ওষ্ঠাধর কিংবা জিহ্বা নড়ে না, নিজ কর্ণেও শুনিতে পায় না এই প্রকার মনে মনে জপ করাকে মানসিক জপ বলে। সাধক ভক্ত অন্তর্ম্মনা না হইলে, এই মানসিক জপ অধিকার করিতে পারিবেন না। এই জন্যই ইহাকে উচ্চস্তর বলে। লিখাপড়া জানা এবং না জানা তুই প্রকার ভক্তই ১। বাচিক। ২। উপাংশু। ৩। মানসিক এই তিন প্রকারের মধ্যে যাহার যেমন অধিকার হইবে, তিনি সেই প্রকার শ্রীহরিনাম মালা সংখ্যা জপের সঙ্গে মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করিবেন। ইহাই উত্তম নিয়ম ভজন।, ইহাতে শ্রীনাম কীর্ত্তন ও লীলা স্মরণ, তুই প্রকার ভজন হইবে। কেবল মাত্র শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে উচ্চ সংকীর্ত্তন হইবে না। ইতি। ভূমিকা সমাপ্ত॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস শ্রীমদনমোহন দাস।

শ্রীশ্রীরাধামদন মোহনৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত।

শ্রীগোস্বামী পাদগণের শ্রীগ্রন্থাদি হইতে সঞ্চয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাব্দাঃ। ৪৬৬।
ফাল্গুন শ্রীদোল পূর্ণিমা দিবস (সন ১৩৫৮। ২৭ ফাল্গুন মঙ্গলবার)
এই ভজানামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।

উদ্দেশ্য—

যদি মহানুভব শ্রীবৈষ্ণবগণ ও শ্রীভক্তমহাশয়গণ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আনন্দ অনুভব করেন, তবে মুদ্রিত করিয়া বিশেষ ভাবে প্রচার করা হইবে।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন।

রাধিকা চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
তারে মুই যাই বলিহারি।

এই মহাজনী বাক্য দ্বারা বুঝাইতেছে, যে সকল ভক্তগণ, শ্রীরাধারাণীর চরণে শরণাগত হইয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণকেই মহাশয় বলা হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত।
মদনমোহন দাস বাবাজী সঞ্চিত ॥

নিজের অযোগ্যতার জন্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ তাঁহার প্রার্থনা বাক্যের দোহাই দিয়া বলিতেছি

অদোষ দরশি মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

আদি খণ্ড

স্মৃচী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন।

শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থির করণ ॥

আদি খণ্ড।

শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী পদ কৃত শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোক ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত চতুর্থ শ্লোক।

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্॥
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচী নন্দনঃ॥ ৪॥

যাহা কোনও কালে অর্পণ করা হয় নাই, তাহাকে অনর্পিত বলে। অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান শ্রীনৃসিংহ দেব অবতার হইয়া শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তকে কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনৃসিংহ দেব ও শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তকে উন্নত উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রস তত্ত্ব অর্পণ করেন নাই। অর্থাৎ জানান নাই।

শ্রীবামন দেবও অবতার হইয়া শ্রীবলিরাজকে কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীবামন দেবও বলি মহারাজকে সেই উন্নত উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ রস তত্ত্ব প্রদান করেন নাই। অর্থাৎ বলেন নাই। এখন ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অবতার গ্রহণ করিয়া, শ্রীমহাবীর হনুমানাদি ভক্তগণকেও সেই উন্নত উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রস তত্ত্ব বিতরণ করেন নাই। (দেন নাই)

দ্বাপর যুগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটী ব্রজরসের মধ্যে মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ। ১। দাসগণের দাস্যভাব (রক্তক, পত্রক প্রভৃতি)

২। সখাগণের সখ্যভাব (শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি)।

৩। মাতৃবর্গ ও পিতৃবর্গ ইহাদের মধ্যে মাতৃবর্গ শ্রীযশোদা ও রোহিণী প্রভৃতি এবং পিতৃবর্গ শ্রীনন্দ, উপানন্দ প্রভৃতি ইহাদের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য ভাব।

৪। আর ব্রজবধূগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া যত গোপিকাগণ, সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে মধুর ভাব। আর সেই সকল ব্রজবধূগণের মধ্যে, শ্রীরাধারাণীর ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উন্নত, উজ্জ্বল রস অর্থাৎ উন্নত (শ্রেষ্ঠ), উজ্জ্বল অর্থ দীপ্তিমান চাকচিক্য বিশিষ্ট, অত্যধিক দীপ্তিমান চাকচিক্য বিশিষ্ট যে রস তাহাকেই উন্নত উজ্জ্বল রস বলে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসঙ্গে পরকীয়া ভাবে উন্নত উজ্জ্বল রস আস্বাদন করিয়াছেন।

পরকীয়া অর্থাৎ পরস্ত্রী এবং পর পুরুষ ইহাদের যে প্রেম ভাব, তাহাকেই পরকীয়া ভাব বলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আদি লীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥ ৩৮॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥ ৩৯॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥ ৪০॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ ৪১॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ৪২।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তারমধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥ ৪৩॥

শ্রীরাধার ভাব সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই, "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত" নাম দেওয়া হইয়াছে। নতুবা শ্রীশ্রীগোপীকৃষ্ণ ভজনামৃত নাম দেওয়া হইত।

পর স্ত্রীর সঙ্গে পর পুরুষের যে প্রণয়ভাব ইহা সর্ব্বত্রই দোষণীয়।

কিন্তু ব্রজের মধ্যে (ব্রজমণ্ডলে) ব্রজবধূগণের সঙ্গে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীকাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রণয় ভাব, এই যে "পরকীয়া ভাব" ইহা অতি বিশুদ্ধ ভাব। কারণ শ্রীগোলোক ধামে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ মনে বিচার করিলেন, আমি স্বকীয়া ভাব সর্ব্বত্রই উত্তম ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছি। কিন্তু মনে বিচার করিয়া দেখিতেছি, স্বকীয়া (নিজ স্ত্রী) হইতে, পরকীয়া (পর স্ত্রী) বিহার আনন্দ-আস্বাদন অধিক। বেদ বিহিত সব শাস্ত্রাদিতে পরস্ত্রী বিহার সর্ব্বত্রই অতি নিন্দনীয় অর্থাৎ অধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছি। মৎস্য অবতার গ্রহণ করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়া ত্রৈলোক্যের নিকট পূজনীয় হইয়াছি।

কুর্ম্ম (কচ্ছপ) অবতার গ্রহণ করিয়া মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করায় সমুদ্র মন্থন হইতে অমৃত প্রভৃতি উৎপত্তি হওয়ায়, ত্রিজগতের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি অতি ঘৃণিত জাতি শূকর অর্থাৎ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমুদ্রের অতি তলদেশে রসাতলে, জলমগ্ন পৃথিবী, দন্তে ধারণ করিয়া, উদ্ধার করিয়া, মহাবলবান্ হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে ধ্বংস করিয়া সর্ব্বদেবগণকে আনন্দিত করিয়াছি।

অতএব এইবার পরকীয়া ভাবেও একটী লীলা প্রকাশ করিয়া, সর্ব্ব স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি ত্রৈলোক্যবাসী সকলকে পরমানন্দে বিমোহিত করিয়া, সর্ব্ব জগৎবাসীর নিকট অত্যধিক পূজা লাভ করিব। এই লীলা ১। কোন স্থানে। ২। কি প্রকারে প্রকাশ করিব। স্বর্গ লোকে যদি এই লীলা প্রকাশ করি, তবে দেবগণ দেখিতে পাইবেন। মনুষ্যগণ দেখিতে পাইবে না। আর মনুষ্য লোকে যদি প্রকাশ করি তবে দেবগণ, মনুষ্যগণ সকলেই দর্শন পাইবেন। এই ভাবিয়া আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য আনন্দাস্বাদনের জন্য শ্রীগোলোক বৃন্দাবন হইতে ভূ-বৃন্দাবনে পরকীয়া লীলা আস্বাদন করিতে অভিলাষী হইয়া এই পৃথিবীতে মনুষ্য লোকে শ্রীমথুরা নগরে মহারাজ কংসের কারাগারে শ্রীদেবকী দেবীর গর্ভে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাত্রি দুই প্রহর সময় আবির্ভূত হইলেন। শ্রীবসুদেব মহাশয়, পুত্রকে দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহারাজ কংসের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীযমুনার অপর পারে শ্রীগোকুলে প্রিয় বন্ধু শ্রীনন্দ গোপ মহারাজের বাটীতে গোপন করিবার জন্য পুত্রকে কোলে লইয়া শ্রীযমুনা পার হইবার সময় শ্রীযমুনা মহারাণী দেখিলেন শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার উপর দিয়া চলিয়া যাবেন। আর আমি তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ পাইব না, এই জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। জলমগ্ন ভয়ে পুত্রকে উপরদিকে উত্তোলন করিতে লাগিলেন। পিতা শ্রীবসুদেবকে বিপন্ন দেখিয়া, অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ শ্রীযমুনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পিতার হস্ত হইতে গভীর জলে পতিত হইলেন। প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ পাইয়া স্রোত কমিয়া গেল, তখন শ্রীবসুদেব মহাশয় জলে অন্বেষণ করিয়া, দ্বিভুজ মূর্ত্তি পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। যাহা হউক এই দ্বিভুজ মূর্ত্তি লইয়া, মিত্র শ্রীনন্দ মহারাজের পুরী প্রবেশ

করিয়া, মা যশোদার সূতীকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া, মা যশোদা মূর্চ্ছিতা হইয়া আছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি শ্রীবসুদেব মহাশয় নিজ দ্বিভুজ পুত্রটিকে রাখিয়া কন্যাসন্তান লইয়া মহারাজ কংসের কারাগারে চলিয়া আসিলেন।

মা যশোদারাণী ও শ্রীনন্দ মহারাজ রাত্রি প্রভাত হইলে ভুবনমোহন অতি আশ্চর্য্য রূপবান পুত্র দর্শন করিয়া নিজ পুত্র জ্ঞানে পরমানন্দে মহামহোৎসব করিলেন। ইঁহারই নাম শ্রীনন্দোৎসব।

১। শ্রীবাল গোপাল। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স বাৎসল্য ভাবের ভজন।

২। শ্রীপৌগণ্ড গোপাল। ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স সৌখ্যভাবের ভজন।

৩। শ্রীকিশোর গোপাল। এগার বৎসর হইতে পনর বৎসর এগার মাস উনত্রিশ দিন। সখীভাবের ভজন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোলোক ধাম হইতে ভূ-বৃন্দাবনে শ্রীনন্দব্রজে আবির্ভাবের কথা কিঞ্চিত বলা হইল। এখন শ্রীরাধা, ললিতাদি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া সখীগণের আবির্ভাবের কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ললিতা, বিশাখাদি প্রভৃতি অন্যান্য যত গোপী অন্যান্য গোপ গৃহে জন্ম হইল। এবং কিশোর বয়সে অন্যান্য গোপগৃহে বিবাহ হইল। এবং শ্রীরাধা মথুরার এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীযমুনার অপর পারে শ্রীরাবল গ্রামে শ্রীবৃষভানু মহারাজের কন্যারূপে অবির্ভূত হইলেন। শ্রীরাবল গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীগোকুল শ্রীনন্দ মহারাজের বাটী। পূর্ব্ব হইতেই দুইজনার মিত্রতা ছিল। এখন শ্রীনন্দ মহারাজ, শ্রীবৃষভানু রাজাকে বলিলেন, মিত্র! আমার লালা (শ্রীকৃষ্ণ)কে লইয়া গোকুলে বাস করা বিষম সঙ্কট হইল। কারণ পুতনা প্রভৃতি মারাত্মক দূত সকল নিরন্তর প্রেরণ করিতেছে। শ্রীবৃষভানু রাজা উত্তর করিলেন "মিত্র তুমি যদি শ্রীগোকুল ত্যাগ কর তবে আমাকেও শ্রীরাবল ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ দিনান্তে একবার দুইজনের পরস্পর দেখা হওয়া চাই নতুবা প্রাণ রহিবে না।" শ্রীনন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন, "চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের বাহিরে যাওয়া হইবে না। ইহার মধ্যে তুমি এবং আমি দুই জনই ধনবান্ গোয়ালা। দুই জনেরই গরু বাছুর অধিক। অতএব যে স্থানে বাড়ী করিলে দুই জনেরই গো, বৎস প্রভৃতি সহজেই প্রতিপালন হয়, সেই স্থানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" এই বলিয়া দুই জনেই দেখিতে লাগিলেন। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পার্ব্বত্য ভূমি। ইহার মধ্যে সর্ব্বত্রই ছোট, ছোট সাধারণ জঙ্গল এবং তিনটী উচ্চ পর্ব্বত দেখা যায়। ১। শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন। ২। শ্রীনন্দীশ্বর পর্ব্বত। ৩। শ্রীবর্ষাণ পাহাড়।

১। শ্রীব্রহ্মা। ২। শ্রীবিষ্ণু। ৩। শ্রীমহাদেব। এই তিন জন শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সাহায্যের জন্য অর্থাৎ দৈত্যদানব প্রভৃতি কিংবা বহির্মুখ যে কোনও জন শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার বিঘ্ন করিতে না পারে সেই জন্য ১। শ্রীব্রহ্মা, বর্ষাণের পাহাড়। ২। শ্রীবিষ্ণু, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন। ৩। শ্রীমহাদেব, শ্রীনন্দীশ্বর পর্ব্বত। পর্ব্বত দেহ ধারণ করিয়া উক্ত তিনজন ব্রজে বাস করিতেছেন ইহার মধ্যে শ্রীনন্দ মহারাজ মনে করিলেন, এই নন্দীশ্বর পর্ব্বতে বাস করিলে, আমার গো, বৎস ভালরূপ প্রতিপালন হইবে, স্থির করিয়া, পর্ব্বতের যে অংশে বাটী প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম হইল শ্রীনন্দ গ্রাম।

এবং শ্রীবৃষভানু রাজা বর্ষাণের পাহাড়ে যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন, সেই স্থানের নাম হইল, শ্রীবৃষভানু পুরগ্রাম। পাহাড়ের নীচে সমতল দেশে, বাড়ী করিলেন। এবং একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম শ্রীভানু পুকুর। তাহার একদিকে একটী ভাল ঘাট বাঁধান আছে, তাহার নাম গোপীঘাট। কেবল রাজকুমারী শ্রীরাধা আপন সখীগণ সহিত এই ঘাটে স্নান করেন। এই ঘাটে অন্য কেহ নামিতে পারে না। মহারাজ আপন কন্যার গৌরব বৃদ্ধির জন্য পাহাড়ের উপরে একটী সুন্দর বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই বাড়ীর নাম হইল শ্রীজীর মন্দির। অদ্যাপি যাত্রীকগণ দর্শন করেন। বর্ষাণে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীজী, বলিয়া ডাকে। এই মন্দিরের চারিপার্শ্বে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ (উঠান) আছে। মন্দির পরিক্রমা করিবার সময় দেখা যায়, প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে শ্রীজী বসিবার ছোট একটী বেদী বাঁধান আছে। শ্রীরাধা এই বেদিতে বসিয়া চারি ক্রোশ উত্তর দিকে শ্রীনন্দগ্রামের উচ্চ প্রাচীরের উপর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরস্পর ইঙ্গিত দৃষ্টি হয়। ইহাতেই প্রথম প্রেম উৎপন্ন হয়। আর দুই ক্রোশ উত্তরে সঙ্কেত বন আছে।

(শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

দেখিব সঙ্কেত স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ

শ্রীনন্দগ্রামের দুই ক্রোশ দক্ষিণে, বর্ষাণ ও নন্দ গ্রাম উভয় গ্রামের মধ্যস্থলে, শ্রীযোগমায়া পূর্ণমাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সঙ্কেতে অর্থাৎ চক্ষের ইসারায় পরস্পর প্রেম উৎপন্ন হইলে, এই স্থানে প্রথম মিলন করাইয়া ছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম সঙ্কেত বন হইল। এবং ইহার সন্নিকটে শ্রীপ্রেম সরোবর বলিয়া একটী প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার জল লইয়া, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া শপথ করিয়া প্রথম প্রেম স্থাপনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শ্রীপ্রেম সরোবর হইল। শ্রীজীর মন্দিরের কিয়দ্দূর দক্ষিণে, শ্রীগোবর বন নামক একটী নির্জ্জন পাহাড় আছে। অনেক ত্যাগী সাধূ এই স্থানে বাস করেন। শ্রীরাধারাণী অত্যধিক মান করিলে। শ্রীকৃষ্ণ যোগীবেশ ধারণ করিয়া দর্শন দিলে, সখীগণ বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলে, "গোবর বনমে ঘর মেরী গোবর বনমে ঘর" বলিয়া পরিচয় দিতেন।

এইত শ্রীরাবল পরিত্যাগ করিয়া বর্ষাণের পাহাড়ে শ্রীবৃষভানুপুর, শ্রীবৃষভানু মহারাজের বাড়ী স্থাপনার কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল।

এখন শ্রীনন্দ মহারাজ, শ্রীগোকুল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনন্দিশ্বর পর্ব্বতের মধ্যে শ্রীনন্দগ্রাম স্থাপনার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুণ।

পর্ব্বতের নিম্নভাগে সমতলদেশে একটী অতি বিস্তৃত চারিদিকে বেষ্টিত পাড়া বসাইলেন। তাহার উপরে ছোট করিয়া আর একটী পাড়া বসাইলেন, এইরূপ স্তম্ভাকৃতি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ এবং উপরে তাহার উপরে ক্রমশঃ ছোট করিয়া বহু পাড়া প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে শিখরদেশে শ্রীনন্দ মহারাজ রাজধানী প্রস্তুত করিলেন। এই বাটীর একদিকে ১।২।৩।৪ ইত্যাদি বহু সীড়ির উপর দিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিলে সর্ব্বোপরি সীড়ির উপর রাজধানী প্রবেশ করা যায়। সীড়ির উপর দিয়া

রাস্তা ধরিয়া উঠিলে, বহু সীড়ি অতিক্রম করিতে শরীর ক্লান্ত হয়, পা ব্যথা হয়, দুই, তিন বার সীড়ির উপর বিশ্রাম করিতে হয়। এবং উপরে উঠিতে নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে ভয় হয়।

এবং অন্য একটী রাস্তা আছে। নীচ হইতে পাড়ার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ লোকের বাড়ীর রাস্তার পার্শ্ব দিয়া গলি, গলি হইয়া উর্দ্ধে উঠিলে রাজধানী প্রবেশ করা যায়। এইরূপ গলি, গলি হইয়া উপরে উঠিতে অনেক দেরী হয়। এখন যাহার যে রাস্থায় ইচ্ছা উঠা নামা করেন।

উপরে শ্রীনন্দ মহারাজের রাজধানীর চারি পার্শ্বে, অতি উচ্চ এবং বিস্তৃত একটী প্রাচীর ঘেরিয়া আছে। কারণ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, আমি এই বাড়ী বাস করিব না, শ্রীগোকুল চলে যাব তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য অতি উচ্চ এবং বিস্তৃত প্রাচীর দেওয়া হইল। একেই ত পর্ব্বতের উপরে বাড়ী, আর ত উচ্চ, বিস্তৃত প্রাচীর। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ প্রাচীরের উপরে উঠিয়া নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখেন, সব ছোট লোকের বাড়ী ছাগলের ঘরের মত ছোট ছোট ঘর, আমার কত উচ্চ বাড়ী। আমার মত বড়লোক কে আছে? এই ত বহিরঙ্গ একটী কারণ বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য অন্তরঙ্গ আর একটী কারণ আছে। বিস্তৃত প্রাচীর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উপরে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার সময়, যখন প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়ান চারি ক্রোশ দক্ষিণে, বর্ষাণ পাহাড়ের উপরে, শ্রীজী (শ্রীরাধারাণী) মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে রত্নময় বেদীর উপর বসিয়া আছেন দৃষ্টি হয়। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর দৃষ্টি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। এইত অন্তরঙ্গ কারণ এই বিষয় মাতা, পিতা কিংবা অন্য সাধারণ কেহ জানিতে পারে না। শ্রীপাবন সরোবর নামে একটী বিস্তৃত দীঘী আছে, ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য স্নান করেন।

এখন শ্রীযাবট গ্রাম আয়ান ঘোষ (অভিমন্যু) যটিলার পুত্র, শ্রীরাধারাণীর স্বামীর বাড়ী উল্লেখ করি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ গ্রামে আপনার বাড়ীর উচ্চ প্রাচীরের উপর ভ্রমণ কালে, প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি করিলে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে শ্রীযাবট গ্রামে শ্রীজটিলার পুত্রবধূ শ্রীরাধারাণীর চারিতালা বাড়ী দৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের জন্য এবং শীতকালে রৌদ্র সেবনের জন্য শ্রীমতী বধূ শ্রীরাধারাণী চারিতালা ছাতের উপর যখন উঠেন, চারিপাশে মধ্যে ফাঁক ফাঁক ছিদ্র পর্দ্দার মত প্রাচীর দেওয়া আছে। ছাতের পশ্চিম পাশে ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে দুই ক্রোশ পশ্চিমে, শ্রীনন্দ-গ্রামে প্রাচীরের উপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয়। এই প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর দৃষ্টি করিয়া সুখী হন। শ্রীযাবট গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে বধূ শ্রীরাধারাণী নিত্য স্নান করেন।

শ্রীযাবট এবং শ্রীনন্দগ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীকদমখণ্ডি বলিয়া মাঠের মধ্যে একটী স্থান আছে।

শ্রীঅষ্টকালীয় লীলার মতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকুঞ্জভঙ্গ হইলে নিশান্তকালে শ্রীনিকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া, যখন স্বামীর বাড়ী শ্রীযাবটে থাকেন তখন এই কদমখণ্ডী স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বিচ্ছেদ

জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধারাণী শ্রীযাবট গ্রামে আপনার গৃহের গুপ্ত দ্বারদিয়া প্রবেশ করিয়া শয্যায় শুইয়া থাকেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দগ্রামে আপনার শ্রীশয়ন মন্দিরের গুপ্ত দ্বারদিয়া প্রবেশ করিয়া রত্নময় পালঙ্কে শয়ন করেন, শ্রীযাবট গ্রামে শ্রীরাধাকান্তজিউর মন্দির আছেন। যাত্রীকগণ অতি চমৎকার শ্রীমূর্ত্তী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীযাবট গ্রামে কিশোরী কুণ্ডনামক একটী কুণ্ড আছেন। এই কুণ্ডে বধূ শ্রীমতী রাধারাণী নিত্য স্নান করেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় পরম সুন্দর॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ কালে শ্রীনন্দগ্রামে উপস্থিত হইয়া এইরূপ শ্রীমূর্ত্তী দর্শন করিয়াছিলেন। এখনও যাত্রীকগণ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হন।

শ্রীপূর্ণমাসী দেবীর গুফা তুমন বনে। শ্রীনন্দগ্রাম ও বর্ষাণের মধ্যস্থলে বনের মধ্যে মাটীর ভিতর শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর একটী প্রকাণ্ড গুফা নামক ভজন স্থান আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, কংস বধ করিয়া যুবরাজ অবস্থায় মথুরা নগরে বাসকালে অবন্তী নগর পণ্ডিত শ্রীসান্দীপনী মুনির টোলে ৬৪ দিনে সকল প্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত।

চতুঃষষ্ঠি দিনে সর্ব্বমধ্যৈষ্ঠ মাধবঃ।

এবং যমরাজের পুরী হইতে বহুদিন পূর্ব্বে সমুদ্রে মৃত গুরু পুত্র দক্ষিণা দিয়াছিলেন। সেই সান্দিপনী মুনির মা, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, মহামুনি দুর্ব্বাসার শিষ্যা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সাহায্যের জন্য তুমন বনে এই ভজন কুটীরে বাস করিয়া ভজন করিতেন। শ্রীনন্দ গ্রামবাসী লোক শ্রীপৌর্ণ মাসী দেবীকে গ্রাম্য দেবতার মত ভক্তি করিতেন। এবং মনে করিতেন, এই দেবীর প্রভাবেই আমরা মঙ্গল মত নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছি। সাংসারিক অভাবাদি অতি দুঃসাধ্য কামনা সকল দেবী পূরণ করিয়া দিতেন। গ্রামবাসী সকলেই দেবীর উপর মহা সন্তুষ্ট থাকিত এবং দেবীর যে কোনও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মান্য করিত। দুর্ব্বাসা মুনির বরে সিদ্ধা পূর্ণমাসী দেবীর সকল আদেশই অক্ষুণ্ণ মনে পালন করিতেন।

যখন শ্রীরাধারাণী পিত্রালয়ে শ্রীবৃষভানু পুর বাস করিতেন তখন শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ভঙ্গ হইলে, নীশান্তকালে এই তুমন বনে আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিচ্ছেদ জন্য কাতর হইয়া অতি দুঃখিত মনে রাজ কন্যা শ্রীরাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে আপন মন্দিরে গোপনে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিতেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দালয়ে গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া অতি দুঃখিত মনে আপন শয্যায় শয়ন করিতেন।

শ্রীব্রজেশ্বরী মা যশোদারাণী আপন পুত্র রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইয়া পৃথক ঘরে উপর তালায়, উত্তম পালঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখিতেন। বড় লোকের বাড়ীর গুপ্ত দরজা থাকে বিপক্ষ

আক্রমণ করিলে, গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। সেই গুপ্ত দরজা সখিগণের জানা আছে। রাত্রি দশটার পর সব প্রতিবাসী শয়ন করিলে, সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপন আপন বাটী হইতে, গুপ্ত দরজা দিয়া বাহির করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জে মিলন করান।

শ্রীপূর্ণমাসী দেবী, শ্রীদুর্ব্বাসামুনির শিষ্যা। সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার ঘটনা-কারিণী হইয়াছেন। শ্রীপূর্ণমাসী দেবীর দুইটী শিষ্যা। শ্রীবিরা দেবী ও শ্রীবৃন্দা দেবী ইহারা মনুষ্য নহে। বনের দেবতা। (বনের দেবী)

"বিরা ব্রজে থাকে বৃন্দাবনে থাকে বৃন্দা।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দ ময়।

এই ষোল ক্রোশ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্থান সুসজ্জিত করা শ্রীবৃন্দাদেবীর অধিকার। ইহার সঙ্গে বহু বনদেবী দাসী স্বরূপ নিযুক্ত আছেন। এই জন্যই শ্রীবৃন্দাজী মহারাণী বলে। পঞ্চ-ক্রোশ বৃন্দাবন ও সাত ক্রোশ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন দুই এক সঙ্গে পরিক্রমা করিলে, ষোল ক্রোশ হয়।

এই ষোল ক্রোশ বৃন্দাবনের বাহিরে, চৌরাশী ক্রোশ ব্রজ মণ্ডলের মধ্যে বনের ভিতর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার যত গুপ্ত স্থান আছেন, এই সব স্থানে শয্যা পালঙ্কাদি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখা শ্রীবিরা দেবীর অধিকার। ইহার সঙ্গেও বহু বনদেবী আছেন।

শ্রীচৈঃ চঃ।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উলাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

বাস্তবিক পরকীয়া নহে। কেবল মাত্র ভাব পরকীয়া। পরকীয়া ভাবে রসের অধিক উল্লাস বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া ভাবে লীলা আস্বাদন করিয়াছেন। ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোথাও এই পরকীয়া ভাবের বাসস্থান দেখা যায় না। তবে ব্রজের মধ্যে সকলেরই পরকীয়া ভাব হউক। তাহা হইতে পারে না। ব্রজবধূ্ অথাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া গোপিকাগণেরই শ্রীকৃষ্ণে নিরবধি পরকীয়া ভাব দেখা যায়। তাহার মধ্যে শ্রীরাধার ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীগোলোক-ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া সম্বন্ধ আছে। পরকীয়া ভাবে লীলা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগোলোক ধাম পরিত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে মনুষ্য লোকে ভূ বৃন্দাবন ধামে, পরকীয়া ভাবে লীলা আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। ২১।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর লীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নর লীলার হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন
যে রূপের এককণা ডুবায় ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

মূলে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া সম্বন্ধ আছে। পরকীয়া অর্থাৎ পর স্ত্রী নহে। কেবল মাত্র ভাব পরকীয়া অর্থাৎ পর স্ত্রী।

শ্রীবৃষভানু রাজা এবং কীর্ত্তীদা মাতা আপন কন্যা শ্রীরাধাকে জটিলার পুত্র অভিমুন্য অর্থাৎ আয়ান ঘোষ কে, বিবাহ দিয়াছেন। পিতা ও মাতা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমভাব জানিতে পারিলে, কন্যা শ্রীরাধাকে বাধা দিতেন।

এবং শ্রীনন্দ মহারাজ ও শ্রীমা যশোদারাণী আপন পুত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সঙ্গে প্রণয় ভাব জানিতে পারিলে, পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিতেন। অর্থাৎ নিষেধ করিতেন।

অতএব রসভঙ্গ হইত অর্থাৎ পরকীয়া ভাবে শ্রীরাধা সঙ্গে লীলা হইত না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ আপনাদের এই উন্নত উজ্জ্বল রসতত্ত্ব প্রকাশ না করার এই একটী বহিরঙ্গ কারণ হইল।

অন্তরঙ্গ আরও একটী কারণ আছে।

শ্রীচৈঃ চঃ। ৮ম। মধ্য।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। রাত্রিদিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥ কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিরন্তর কুঞ্জক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকায়, সখীগণ ব্যতীত অন্য কেহ অর্থাৎ, দেবগণ কি মনুষ্যগণ কাহারও এই লীলা দর্শনের অধিকার নাই। এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণও কাহাকে প্রস্তুত করিয়া এই লীলায় প্রবেশ করাইবার সময় নাই।

সেই জন্যই শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করতঃ শ্রীগোস্বামীগণকে আদেশ করিয়া, উপদেশ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া কলিযুগে এই অধম জীবগণকে ভজন শিক্ষাদানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সেবা প্রাপ্তির উপায় করিয়াছেন। এই জন্যই গোস্বামি মত ভজন বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে দ্বাপরযুগেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের উন্নত উজ্জ্বল রস লীলা জগতে সর্ব্বত্র প্রচার করেন নাই। গোপন করিয়াছেন।

যদুকুল ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান হইলে, কলিযুগ আরম্ভ হইল। কলি আগমন করিয়া প্রথমেই যুধিষ্ঠির মহারাজকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার অনুপস্থিতি-কালে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী, ভাই ভাই বহু প্রণয়, বার বৎসর বনবাস, এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি বহু বহু ধর্ম্মকর্ম্মে জয়লাভ করিয়াছেন।

এখন আমার এই কলিযুগে এত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে দিবনা। সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ কিঞ্চিৎ প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে পারিলেন। কলির বাক্য সত্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। আমরা নিরাশ্রয়। এই জন্য ধর্ম্মভয়ে, বালক পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দ্রৌপদী রাণী সহিত পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণ করিলেন।

এই কলিযুগের আরম্ভ কালেই শ্রীসুখদেব গোস্বামী মহাশয়, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীসুখদেব গোস্বামী মহাশয়, রাধা এই শব্দ অর্থাৎ নাম উল্লেখ করেন নাই। প্রধানা গোপী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামীগণ দ্বারা প্রমাণ করাইয়াছেন যে এই প্রধানা গোপীর নাম রাধা। এবং রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অতি নির্জ্জনে নিকুঞ্জক্রীড়া ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইহাকেই উন্নত উজ্জ্বল রস বলা হইয়াছে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের পর শ্রীজন্মেজয় মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আদিশূর মহারাজ, বল্লালসেন মহারাজ, শ্রীলক্ষ্মণসেন মহারাজ তৎপরে মুসলমান রাজ্য বক্তিয়ার খিলিজী, তৎপরে সেরসাহ বাদসাহ প্রভৃতি তৎপরে শ্রীগৌড়দেশে রামকেলী নামক স্থানে হোসেনশাহ বাদশাহ সম্রাট ইহারই রাজত্বকালে শ্রীগঙ্গাতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীচৈঃ চঃ।

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

তিনি চব্বিশ বৎসর শেষভাগে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া রাজধানী রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ ও সনাতনকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া গোস্বামী উপাধি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা, উন্নত উজ্জ্বল রসলীলা প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গাব্দাঃ। ৪৬৬ ফাল্গুন শ্রীদোল পূর্ণিমা দিবস এই গ্রন্থ প্রচার আরম্ভ হইলেন।

জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাব্দাঃ ৪৬৬ সন এখন আরম্ভ হইল।

৪৬৬। চব্বিশ বৎসর শেষ পচিশ বৎসর—
২৫—আরম্ভে সন্ন্যাস করিয়াছিলেন।

এখন ৪৪১ বৎসর হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাসের স্থান সকল চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং কি প্রকারে ভজন করিতে হইবে তাহাও দেখাইয়াছেন। বংশীবট, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, বস্ত্রহরণ ঘাট ইত্যাদি বহু বহু লীলাস্থলী, নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

প্রেমভক্তি রীতিযত নিজ গ্রন্থে সুবে কত
লিখিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হইতে মহানন্দ হয় চিত্তে
যুগল মধুর রসাশ্রয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই দুইজন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা অপার, অনন্ত শ্রীরূপ ও সনাতন এই দুইজন গোস্বামীর বর্ণনায়, ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না ; সেই জন্য আরও চারিজনা গোস্বামী উপাধি দিয়া শ্রীরূপ ও সনাতনের সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বহু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে আদেশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট পাঠাইলেন। ইহাতেই ছয় গোস্বামী নাম হইল।

ভক্তগণ সন্ধ্যা আরতি সময়ে কীর্ত্তন করেন।

(১) শ্রীরূপ. (২) সনাতন, (৩) ভট্টরঘুনাথ
(৪) শ্রীজীব, (৫) গোপালভট্ট, (৬) দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঞি যার, তার মুঞি দাস।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥
জনমে জনমে হঙো এই অভিলাষ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বহুতাঙ্গ সাধন ভক্তি বিবিধ প্রকার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু বস্তুতত্ত্ব সার ।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন পন্থা অসংখ্য হইলেও বর্ত্তমানে আমি তিনটী বড় বড় পন্থা উল্লেখ করিতেছি।

১। বনবাসী বৈষ্ণবগণ, গ্রাম হইতে অনেক দূরে নির্জ্জন বনে, গুফার ভিতরে বসিয়া কিংবা উপরে কুটীরে বসিয়া, শ্রীহরি নাম মালা জপের সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করেন। এই একটী পন্থা বলা হইল।

২। শ্রীবিদগ্ধ মাধৰ নাটক, শ্রীললিত মাধব নাটক, শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু, শ্রীমদ্ উজ্জ্বল নীলমণি, শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত, শ্রীবৈষ্ণব তোষণী টীকা ইহার অন্য নাম দশম টীপ্পনী, শ্রীহরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণম্ ইত্যাদি বহু শাস্ত্র গ্রন্থদ্বারা ভজন প্রকাশ করিয়াছেন। এই ত দুইটী পন্থা বলা হইল।

৩। শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধা মদনমোহন, শ্রীরাধা গোপীনাথ, শ্রীরাধা দামোদর, শ্রীরাধা গিরিধারী, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর ইত্যাদি বহু শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই তিনটী বড় বড় পন্থা বলা হইল।

১। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। ২। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয়। ৩। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু।

এই তিন প্রভু বাল্যকালেই শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোস্বামী পাদগণের কৃপায়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিয়া, সিদ্ধিলাভ করেন। অর্থাৎ অন্তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন লাভ করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ এই তিন প্রভুর সিদ্ধিলাভ অবস্থা জানিতে পারিয়া, এই তিন প্রভু দ্বারা শ্রীগৌড় মণ্ডলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ইহারা সকলেই অন্তর্দ্ধান

হইয়াছেন। অর্থাৎ প্রকট লীলা হইতে অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

গোস্বামীপাদগণের কৃত শ্রীগ্রন্থ সমুদায় শ্রীবৃন্দাবনেই রহিয়াছেন, এই হেতু শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা প্রচার হন নাই।

এখন শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শ্রীবৃন্দাবনের কর্ত্তা। তিনি বৈষ্ণবগণকে শ্রীগোস্বামী শাস্ত্র বুঝাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা ভজন স্থির রাখিয়াছেন।

উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচারের সুবিধা হইতেছে না।

এখন শ্রীজীব গোস্বামীপাদ, তিন প্রভুকে আদেশ করিলেন, তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, সত্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন লাভ করিয়াছ। ইহাতে মধ্যম অধিকারী হইয়াছ। উত্তম অধিকারী না হইলে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রকাশ হইবে না।

উত্তম অধিকারী লক্ষণ।

শাস্ত্র বাক্যে সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥

মধ্যম অধিকারী লক্ষণ।

শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যমাধিকারী তিঁহো, মহাভাগ্যবান॥

কনিষ্ঠ অধিকারী লক্ষণ।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রভাবে, মহাপণ্ডিত হইয়াছেন, এবং গোস্বামী উপাধি লাভ করিয়া সমস্ত ব্রজ মণ্ডলে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচার করিতেছেন।

এখন এই তিন প্রভুকে সমস্ত গোস্বামী শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। শ্রীজীব গোস্বামীর পাদে আগ্রহে শ্রীব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশের সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তিন প্রভুই পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইলেন।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবেশ—অবতার। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু।

২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর—অবতার। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।

৩। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবেশ—অবতার। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু।

১। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রেষ্ঠ (বড়) পণ্ডিত হইলেন শ্রীজীব গোস্বামী পাদ। সমস্ত বৈষ্ণবগণের সাক্ষাতে তিন প্রভুকে ঠাকুর উপাধি দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের প্রতি আদেশ করিলেন, তোমার উপর সমস্ত গোস্বামী শাস্ত্র প্রকাশ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রণালী প্রকাশের ভার রহিল। শ্রীগৌড় মণ্ডল হইতে তুমি দুইবার আমার নিকট আসিবে। শ্রীগৌড় মণ্ডলে কিরূপ ভাবে ভক্তগণ ভজন গ্রহণ করিতেছে, আমি জানিব। পরে শ্রীগৌড় মণ্ডলে, চিরদিন বাস করিতে হইবে। আর ব্রজ মণ্ডলে আসিতে পারিবে না। ২। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও ৩। শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর

মহাশয় এই দুই ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আদেশ রহিল, শাস্ত্র দ্বারা হউক কিংবা যুক্তি দ্বারা হউক যে কোনও প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচার করিবেন। শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ তোমরা দুইজন শ্রীগৌড় মণ্ডলে চিরদিন বাস করিবে আর ব্রজ মণ্ডলে আসিতে পারিবে না। কারণ তোমরা শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া আসিলে সাধারণ ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন পদ্ধতি স্থির করিতে না পারিয়া এই রাস্তা পরিত্যাগ করিবে।

এবং আরও আদেশ করিলেন, তোমাদের দুইজনের শ্রীবৃন্দাবন না আশার জন্য, বিশেষ তত্ত্ব কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে, শ্রীনিবাসের কাছে সব জানিতে পারিবে কারণ শ্রীনিবাস তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারিবে।

শ্রীগৌড় মণ্ডলে আসিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন এই গৌড় মণ্ডলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন সাধারণ ভক্তবৃন্দ করিতে পারিবে না। সর্ব্বসাধারণ ভক্তগণ লীলা স্মরণ ভজনে অপারগ হইয়া এই ভজন গ্রহণ করিবে না। এই হেতু শ্রীগৌড় মণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচার অল্প হইয়া যাইবে। এই দেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন বিস্তার করিবার জন্য শ্রীঠাকুর মহাশয়েরা একটী উপায় সৃজন করিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, মনোহরসাহী রাগের একদল গায়ক প্রস্তুত করিলেন। ইহা বড় তালের গান। একজন ভাল গায়ক ১৫ বৎসর শিক্ষা করিয়া তবে সেই জন উৎকৃষ্ট গায়ক হইয়া অতি সুমধুর রাগ, রাগিণীযুক্ত একটী ভাল গানের দল প্রস্তুত করিতে পারে। বর্ত্তমানে ময়নাডাল নামক স্থানে (গ্রামে) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সেবা আছেন। এবং সেবাইত মহাশয়গণ মিত্রঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত।

এই মিত্রঠাকুর মহাশয়গণ, এই মনোহরসাহী রাগের প্রধান গায়ক।

শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীনবদ্বীপধাম কিংবা অন্য যে কোনও স্থান হইতে, উদাসীন বৈষ্ণব ও গৃহস্থ ভক্ত অনেকেই এই উচ্চতালের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন শিক্ষা করেন।

এবং মিত্রঠাকুর মহাশয়গণ ও যত্নাগ্রহের সহিত শিক্ষা দেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গরাণহাট পরগণা শ্রীখেতরী গ্রামে ছয় মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ, (২) বল্লবীকান্ত, (৩) শ্রীকৃষ্ণ, (৪) ব্রজমোহন।
(৫) রাধারমণ, (৬) হে রাধাকান্ত নমস্তুতে॥

গরাণহাটী সুর নাম দিয়া উচ্চতালের এক দল ভাল কীর্ত্তনীয়া প্রস্তুত করেন।

এখন বুঝুন এই দুই ঠাকুর মহাশয়গণের কীর্ত্তনীয়া সকল, অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, নবরাত্রি, দিবারাত্রি এই সকল লীলা কীর্ত্তন হয়। এবং যেই স্থানে এই সব কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই ভাল মহোৎসব হয়। যতদিন কীর্ত্তন হইবে, ততদিন মহোৎসব হইবে।

একেইত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন। উচ্চ সংকীর্ত্তন, এবং রসের গান, আরত অতি সুমধুর রাগ রাগিণী মিশ্রিত তাল মানযুক্ত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, দেশবাসী সকল লোক মোহিত হইতে লাগিল।

এবং তাহার উপর আবার মহোৎসবের পরমানন্দ পাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। এখন শ্রীগৌড় মণ্ডলে, সর্ব্বত্রই উচ্চ কীর্ত্তন ও মহোৎসব হইতে লাগিল।

আনন্দ উৎসবে দেশ ভাসিয়া গেল। দেখিয়া ঠাকুর মহাশয়দের আনন্দের সীমা রহিল না।

১। এইত শ্রীগৌড় মণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন, উচ্চ সংকীর্ত্তন মহোৎসব ভজন এক প্রকার বলা হইল।

২। শ্রীবনবাসী বৈষ্ণবগণ, গুফাতে বসিয়া কিংবা মাটীর উপরে কুটীরে বসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা শ্রীহরি নামমালা জপের সঙ্গে ভজন করেন। অন্য প্রকার বলা হইয়াছে।

দুই প্রকারেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন হয়। যাহার যেই প্রকার ইচ্ছা তিনি সেই প্রকার ভজন করিবেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমি শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

গৃহস্থ ভক্তগণ, আচার্য্য পদবীপ্রাপ্ত গোস্বামীগণ, এবং শ্রীপ্রভু সন্তানগণ ও উদাসীন বৈষ্ণবগণ সকলের চরণে আমি অধমের প্রার্থনা আপনারা সকলেই, ছয় গোস্বামীর প্রচারিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন যত্নও আগ্রহের সহিত প্রচার করিয়া, আমার মত এই অজ্ঞজনকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।

শ্রীচৈঃ চঃ।

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

(অর্থাৎ যত্ন ও আগ্রহ বিনা ভক্তি প্রেম জন্মে না।)

এখন বলা হইতেছে, প্রথম পৃষ্ঠায় আরম্ভ অনর্পিত চরীং চিরাৎ শ্লোকের ব্যাখ্যা উন্নত উজ্জ্বল রসাং পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এখন স্বভক্তি শ্রিয়ম্—

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মুখ্য উজ্জ্বল রসদ্বারা পরিপুষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তিরূপ নিজ ভক্তি সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকল স্থানে উচ্চ নীচ জাতী ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলকেই করুণাকরে অবতীর্ণ হইয়া অর্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ দান করিয়াছেন।

সুবর্ণ হইতেও সুন্দর দ্যুতি সমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি আপনাদিগের হৃদয় কন্দরে নিত্য স্ফুরিত হউন। এই শ্লোক এই গ্রন্থে প্রথমেই দেওয়ার উদ্দেশ্য সেই অনর্পিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বলা হইবে।

স্মরণ ভজন মাহাত্ম্য।

শ্রীহরি ভক্তি বিলাস—উদ্ধৃত তিনটী শ্লোক।

পদ্মে বৃহৎ সহস্র নাম স্তোত্রে॥

তথাপি পদ্মপুরাণে

শ্রীহরি ভক্তিবিলাস। তৃতীয় বিলাস।

১। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বেবিধি নিষেধাঃ স্যু রেতয়ো রেব কিঙ্করাঃ।। ২৫।।

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। কখনই বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও যত নিষেধ আছে, তৎসমুদায়ই উভয়ের অধীন। অর্থাৎ সকল সময়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে যতপ্রকার বিধি আছে, তাহার সকলই পালন করা হইল। এবং যত প্রকার নিষেধ আছে, তাহারও সকলই পালন করা হইল।

২। যে মুহূর্ত্তা ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ।
ঋতে বিষ্ণু স্মৃতে র্যাতা স্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ॥ ২৬॥

যে সকল মুহূর্ত্ত, যে সকল ক্ষণ, যে সকল কাষ্ঠা ও যে সকল নিমেষ বিষ্ণু স্মরণ ব্যতিরেকে গত হয়, যম বিষ্ণু স্মরণ বিহীন ব্যক্তিকে সেই সকল কালেতেই বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

অমর কোষঃ। স্বর্গ বর্গঃ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। কাল বর্গঃ।

অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
তাস্তু ত্রিংশৎক্ষণ স্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশা স্ত্রিয়াম্॥
তে তু ত্রিংশদহোরাত্রঃ পক্ষস্তে দশ পঞ্চ চ।
পক্ষৌ পূর্ব্বাপরৌ শুক্ল কৃষ্ণৌ মাসস্তু তাবুভৌ॥

স্কান্দে কার্ত্তীক প্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ॥

৩। সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ জড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণংবাপি বাসুদেবেন চিন্ত্যতে॥ ২৭॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তীক প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ অগস্ত্যের বাক্য॥

যে মুহূর্ত্তে অথবা যে ক্ষণে বাসুদেবের চিন্তা না করা যায়, তাহাই হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র, তাহাই অন্ধতা, জড়তা ও তাহাই মুকতা জানিতে হইবে। মুকতা যে কথা কহিতে পারে না (বোবা)।

অতএব জানা যাইতেছে যে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীগোস্বামীগণ দ্বারা (৬.গোস্বামী) যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রকাশ করিয়াছেন। একান্ত মনে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে, প্রথম শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর একটী মন্ত্রঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণের বীজ মন্ত্রঃ।

এই দুইটী মন্ত্রঃ। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণমূলে শ্রবণ করাইয়াছেন, ইহাকেই দীক্ষা মন্ত্রঃ বলে।

শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের বীজ মন্ত্রটী ১। অঙ্গুলী পর্ব্বে জপ করেন। ২। এই বীজ মন্ত্র দ্বারা পূজা করেন। ৩। এই বীজ মন্ত্র দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন করেন।

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্যলীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ সময়, ভক্ত, শ্রীগুরুদেবকে আত্মসমর্পণ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সেই

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

ভক্তকে আত্মসম করিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ সেই গুরুদেবকে আদেশ করিয়াছেন। তুমি যাহাকে দীক্ষামন্ত্র দিবে, তাহাকেই আমি আমার দাস বলিয়া গ্রহণ করিব। ইহার বিশেষ প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ।

ভাগবতে শ্রীধ্রুব মহাশয়ের উপাখ্যানে বলিয়াছেন। ধ্রুব যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন রাত্রি তিন প্রহর হইলে মা নিদ্রিত হইলেন। অমনি ধ্রুব মহাশয় পদ্মপলাশলোচন এই নাম বলিতে বলিতে গৃহ হইতে ঘোর বনে বাহির হইলেন। সেই সময় ভগবান শ্রীনারায়ণ, শ্রীনারদ ভক্তকে স্মরণ করিলেন। শ্রীনারদ মুনি শ্রীভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আদেশ করিলেন। পাঁচ বৎসরের বালক ধ্রুব রাজপুত্র, আমার নাম করিয়া, দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিতেছে। এখন তুমি এই বালককে দীক্ষা প্রদান কর। তবেই বালক ভজন পূর্ণ হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রীনারদ ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্র দিয়া, মধুবনে ধ্রুবটীলা নামক স্থানে তপস্যা করিতে আদেশ দিলেন। ছয় মাস তপস্যার পর শ্রীধ্রুব মহাশয় প্রথম ফলাহার, দ্বিতীয়ে জলাহার, তৃতীয়ে বায়ুভক্ষণ, চতুর্থে বায়ু বন্ধ করিয়া, বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর দাঁড়াইয়া জোড় হাতে তপস্য করিতে থাকিলে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভূর্জ শ্রীনারায়ণ, ধ্রুবের সন্মুখে দর্শন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে বলা হইল।

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইতেছে।

হরিনাম মহামন্ত্র শিষ্য প্রথম অঙ্গুলী পর্ব্বে সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে আরম্ভ করেন। পরে, ভজন বৃদ্ধি করিবার জন্য ১০৮টী শ্রীতুলসী মালা গাঁথিয়া সংখ্যা রাখিয়া এক লক্ষ নাম জপ করিতে আরম্ভ করেন। এই যে ১০৮টী শ্রীতুলসী মালায় সংখ্যা রাখিয়া জপ করা আরম্ভ হইল, ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনের বীজ (বীচন) স্বরূপ। যেমন শস্য উৎপন্ন করিতে হইলে, প্রথম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়, পরে সেই বীজ হইতে (গাছ) হইয়া ফল ধরে সেই ফল খাইয়া (ভোজন করিয়া) লোক জীবন ধারণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। তেমই শ্রীহরিনাম মালায় (১০৮টী শ্রীতুলসী মালায়) শ্রীহরিগাম মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে—এই জপরূপ বীজ হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণরূপ বৃক্ষ হইবে। এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণরূপ বৃক্ষ হইতে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদর্শনরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া, ভক্ত পরমানন্দে ভাসিয়া যাইবে। লীলা স্মরণ ভজন ফলে, মানব জীবন স্বার্থক হইবে। যে ভক্ত শ্রীহরিনাম মালায়, শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র অধিক সংখ্যা জপ করিতে থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রীহরিনান মালা জপের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক বিষয় চিন্তা মনে উদয় হয় কেন? এই দুশ্চিন্তা ছাড়াইবার উপায় কি? ইহা ছাড়াইবার উপায় হইল, শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা চিন্তা।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। ৮ম।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

এইভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা চিন্তার নাম হইল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন।

এইরূপ ভজন প্রণালী, শ্রীশিক্ষা গুরুদেবের নিকট ভালরূপ শিক্ষা করিতে হয়।

শ্রীচৈঃ চঃ। আদি। ১ম।

শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামি, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥

শ্রীনাম মালা জপের সঙ্গে ভালরূপ স্মরণ করিতে বসিল। উচ্চ কীর্ত্তন আপনি বন্ধ হইল।

জপের সঙ্গে স্মরণ করিতে বসিল। উচ্চ কীর্ত্তন আপনি লুকাইয়া গেল ॥

পতিত পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, ছয় গোস্বামীর মৎ। শ্রীধাম বৃন্দাবনে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করাই আমাদের শ্রেষ্ঠ ভজন (সাধন)।

শ্রীপ্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা।

১। সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার।

ব্যাখ্যা—ইহাতে অবহেলা করিও না, কায়, মনে সুসার করিয়া লীলা স্মরণ রূপ সাধন কর। ইহাদ্বারা উচ্চ কীর্ত্তন বন্ধ করা হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ রূপ যে ভজন, ইহাতে অবহেলা করিও না। কায় অর্থাৎ শরীর এবং মন এই দুইকে সুসার অর্থাৎ বশীভূত করিয়া লীলা স্মরণ ভজন কর।

তুমি এই স্থানে বসিয়া শ্রীহরি নাম মালা জপ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ করিতেছ; এমন সময় অন্য বাটীতে উচ্চ কীর্ত্তন মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে; এমন সময় তোমার কায় অর্থাৎ জিহ্বা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কারণ মহোৎসবে গেলেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আস্বাদন করা হইবে, এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, উচ্চ কীর্ত্তনে যোগদান করিতে গেলেই, আসনে বসিয়া মালা জপ ও স্মরণ ভজন বন্ধ হইল।

অতএব কায় অর্থাৎ জিহ্বাকে সুসার কর। জিহ্বাকে বল, তুমি উচ্চ কীর্ত্তন মহোৎসবে গেলে, বহু প্রকার খাদ্য আস্বাদন করিবে সত্য কিন্তু এই আসনে বসিয়া শ্রীহরিনাম জপ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রভাবে, সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া, গোপীভাবে সিদ্ধ দেহে অর্থাৎ মঞ্জরী দেহ লাভ করিয়া শ্রীগুরু মঞ্জরীর অনুগ্রহে কর্পূর, চন্দন, চামর ব্যজনাদি সেবা করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধরামৃত প্রসাদ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। কায় অর্থাৎ জিহ্বা সুসার অর্থাৎ শান্ত হইল।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশম স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যম্।

সুরত বর্দ্ধনং শোকনাশনং, ইতর রাগ বিস্মারণং নৃণাং,
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং। বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥

হে বীর ! সম্ভোগ সুখ বর্দ্ধক, শোক নাশক, চুম্বিত শব্দায়মান বেণু, মনুষ্যগণের বিষয়াশক্তি বিস্মরণশীল তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।

এখন মন সুসার কর। মন বলিতেছে, আমি মহোৎসবে খাব না। কিন্তু দশজন ভক্তবৃন্দ দর্শন করিব। মনকে প্রবোধ দেওয়া হইল অর্থাৎ মন যখন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন মনকে বলা হইতেছে যে হে মন ! তুমি উচ্চ কীর্ত্তনে যাবে পাঁচজন মূল গাইন দর্শন করিবে, এবং নানা প্রকার তাল, মান, সুললিত রাগ-রাগিনী শ্রবণ করিবে সত্য কিন্তু তুমি যে একান্তে নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীহরিনাম মালা জপ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ করিতেছ, যদি নিষ্ঠা সহকারে এই লীলা স্মরণ ভজনে পরিপক্ক হইতে পার ;

(প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)

সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা পক্কাপক্ক এই সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন রীতি ভকতি লক্ষণ তত্ত্ব সার ॥

তাহা হইলে লীলা স্মরণের পঞ্চম সমাধি অবস্থা লাভ করিয়া নিত্য লীলাস্থানে শ্রীবৃন্দাবনে সখীবৃন্দ সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা, রাগ-রাগিনী, তাল, মান, নৃত্য, গান দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, নির্জ্জনে আসনে বসিয়া, একান্ত মনে শ্রীনাম মালা জপ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন প্রভাবে মানব জীবন ধন্য হইবে ; জন্ম সার্থক হইবে।

ইহা বুঝিয়া শুনিয়া মন সুসার অর্থাৎ শান্ত হইল। ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীনামমালা জপের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণভজন করিতে হইলে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব করিতে হইবে।

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্য। ৫ম।

হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস প্রেম লীলা।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥

কায়মনে সুসার করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ ভজন কর। ইহাতে অবহেলা করিও না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, লীলা স্মরণ ভজনে অবহেলা না করিয়া যদি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ শ্রীহরিনাম মালার সঙ্গে জপ করা যায় তবে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব বন্ধ করিতে হইবে। আচ্ছা এখন মন সুসার করিয়া, উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব বন্ধ করিয়া, আমি লীলা স্মরণ করিতে বসিলাম ; এখন ১। কি প্রকারে, ২। কোন স্থানে, ৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন লীলা স্মরণ করিব ?

ইহার ২টী উত্তর ২টী প্রমান দিয়া বলিতেছি, মনযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

একটী প্রমাণের দ্বারা একটী উত্তর বলা হইতেছে।

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্য। ৬ষ্ঠ।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে ॥ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন।

রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ॥

সেই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভজন উপদেশ করিয়াছিলেন ভাল না খাইবে। তবে কি মন্দ খাইবে? তা নয়। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সহজ লভ্য এবং অল্প মূল্যের পবিত্র খাদ্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভোগ দিয়া প্রসাদ দর্শন করিবে (অর্থাৎ খাবে)। সহজ লভ্য খাদ্য কাহাকে বলে? শ্রীগৌড়মণ্ডলে আতপ চাউল সহজ লভ্য এবং পবিত্র ভোগের দ্রব্য।

অতএব শ্রীগৌড়মণ্ডলে আতপ অন্ন ভোগ লাগাইবে। যদি শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্বদা ময়দা ভোগ লাগাইতে ইচ্ছা কর তবে দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ দুর্ল্লভ হইবে। সকল স্থানে ময়দা পাওয়া যাইবে না। এবং ভক্তদিগকে অত্যন্ত উদ্বেগ দেওয়া হইবে এবং নিজেও অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে।

যদি বল ফলাহারী বাবাজী হইব, তবে এই দেশে ফল মূল কিংবা গব্যদুগ্ধ সর্ব্বত্র সকল সময়, সকল স্থানে পাওয়া যাইবে না। এবং অধিক মূল্যবান দ্রব্য হইবে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে—

১। সহজ লভ্য অর্থাৎ সহজে লাভ করা যায় এমন খাদ্য।

২। অল্প মূল্যের দ্রব্য অর্থাৎ অধিক মূল্যবান দ্রব্য না খাওয়া।

৩। পবিত্র ভোগের দ্রব্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভোগ দিবার মত বিশুদ্ধ দ্রব্য।

এই সব আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাশ্রিত যে কোনও উদাসীন বৈষ্ণব কিংবা গৃহীভক্ত উল্লিখিত তিন প্রকার দ্রব্যের মধ্যে যিনি যত অল্প পরিমাণ দ্রব্যদ্বারা ভোগ চালাইতে পারিবেন, তিনি ততই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসসেবা ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ ভজনে ততই অগ্রসর হইয়া, উত্তমাধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্দ্দশায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। জীবন ধন্য হইবে। অন্তর্দ্দশা ও লীলা স্মরণে সমাধি অবস্থা। চতুর্দ্দশ সোপানে পরে বলা হইবে।

ভাল না খাইবে, এই বিষয়টী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ করুণ।

তিনি শ্রীভগবানের পার্ষদ। অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ লীলায় সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাশে (নিকটে বা পার্শ্বে) থাকা পাত্র (লোক)।

প্রার্থনা

গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্যসিদ্ধ করিমানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।

এবং ব্রজলীলায় তিনি (শ্রীরঘুনাথ দাস) শ্রীরতি মঞ্জরী। শ্রীরাধারাণীর অতিঅন্তরঙ্গ বস্ত্র পরিধানাদি সেবা করিতেন। তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বৈরাগ্য (ত্যাগ) সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভক্তের পক্ষে সেইটী অসম্ভব হইলেও সেই প্রকার আদর্শ মানিয়া, আমাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ

ভজন করা কর্ত্তব্য। সেই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, দুই, তিন পল মাঠা (ঘোল) শ্রীরাধাগিরিধারীর ভোগ দিয়া প্রসাদ দর্শন করিতেন। দশ তোলা, বা অর্দ্ধপোয়া কিংবা দুই ছটাক, এক পল জানিবেন।

ভাল না পরিবে। অর্থাৎ অধিক মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিবে না। এবং যত অল্প মাত্রায় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারা যায়, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয় কিরূপ কাপড় পরিধান করিতেন শ্রবণ করুন

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্য। ৬ষ্ঠ পরি।

ছিণ্ডাকানি কাঁথা বিনা না পরে বসন। সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥

এবং গ্রাম্য কথা কহিতেন না। আর গ্রাম্য বার্ত্তা শুনিতেন না। অতএব আমাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিতে হইলে, গ্রাম্য কথা যত কম (অল্প) বলা হয়, সেই রূপ অভ্যাস করিতে হইবে। এবং গ্রাম্য বার্ত্তা শুনা কমাইতে হইবে।

যে সকল কথা বলা হইল।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে ॥

এইরূপ ব্যবহারে চলিতে হইবে, উপদেশ করা হইল। এখন কি প্রকারে ভজন করিতে হইবে, বলা হইতেছে।

অমানি মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

অমানি মানদ অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মান দান করিয়া, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম (শ্রীতারকব্রহ্ম নাম অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ শ্রীনাম মালায় হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোলনাম জপ করিবে।

এবং ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে। এই কথা দ্বারা বুঝাইতেছে, মানসে করিবে। অর্থাৎ মনে মনে করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল উচ্চ সংকীর্ত্তন করিবে না। উদাহরণ দিয়া বলিতেছি।

গ্রীষ্মকালে জলাভাব হয় অর্থাৎ অনেক পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায় অথবা জল কমিয়া যায়, সেই সময় এক গ্রামের গরু, অন্য গ্রামে বড় দীঘী (পুষ্করিণী) কিংবা নদী ইত্যাদি স্থানে, জল খাওয়ায়। এখন বলা হইতেছে—

কোন গ্রামে একটী পুষ্করিণীর জল কমিয়া গিয়াছে কিন্তু জল ভাল, অতি পরিষ্কার, নির্ম্মল ও পাতলা। গ্রীষ্মকালে সেই জল পান করিবার জন্য দশজন লোক একত্র হইয়া, এইরূপ ব্যবস্থা করে, দিবাভাগে পুষ্করিণীর পারে, একজন পাহারা লোক নিযুক্ত করিয়া রাখে, কারণ কোনও লোক যেন, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে এবং কাপড় কাচিতে না পারে। সকল লোক এই ভাল জল পান করিবে। আচ্ছা, বলদেখি যদি এই জলে, লোভ বশতঃ রাত্রিকালে, অতি গোপনে, দশজন জেলে, টাকা, পয়সা উপায় হইবে, এই ভাবিয়া এই পুষ্করিণীতে নামিয়া মৎস্য ধরে তাহা হইলে জল খারাপ হইল। আর কত দিনে এই জল ভাল হইবে, এবং ভাল জলের অভাবে, সকল লোক কত কষ্ট পাইবে।

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

এই প্রকার উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে গেলেই মস্তিষ্ক ঘোলা অর্থাৎ অপরিষ্কার হইয়া যাইবে, এই যে মস্তিষ্ক অস্থির হইল, বহুক্ষণ পরে স্থির না হইলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ করিতে পারিবে না।

এখন মনে কর সন্ধ্যাকালে, খোল-করতাল লইয়া উচ্চৈঃস্বরে আরতি কীর্ত্তন গান করা হইল।

উচ্চ কীর্ত্তন করায় এই যে মস্তিষ্ক অস্থির হইল, এই রাত্রিতে আর মস্তিষ্ক স্থির হইবে না এবং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করার পরে, একান্তে বসিয়া শ্রীনাম মালা জপের সঙ্গে ভালরূপ স্মরণ করিতে পারিবে না।

এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে,

অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

সর্ব্বদা শ্রীষোলনাম বত্রিশ অক্ষর লইবে এবং মানসে অর্থাৎ উচ্চ কীর্ত্তন না করিয়া, মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ করিবে, আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। দ্বাবিংশ। পরিঃ।

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভিষ্ট কৃষ্ণ (সখী) প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া ॥

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্য। ৬ষ্ঠ।

এই মত রহে তিহো স্বরূপ চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চ দিনে ॥
আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহ দ্বারে ঠাড়া রহে আহার লাগিয়া ॥

১। প্রথমে চিড়া মহোৎসব। ২। দ্বিতীয়ে সিংহ দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রসাদ পাইতেন।

৩। তৃতীয়ে ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ। ৪। চতুর্থে নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।

৫। পঞ্চমে

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন হইলে ভাত সড়ি যায় ॥

৬। সিংহ দ্বারে সেই ভাত গাভী আসে ডারে।
শড়া গন্ধে তেলেঙ্গা গাভী খাইতে না পারে ॥

৭। সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি
ভাত ধুইয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥

৮। ভিতরের দড় মাজি যেই ভাত পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥

৯। একদিন স্বরূপ তাহা খাইতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥

১০। স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি ॥

১১। গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন তাহা আসি কহিতে লাগিলা।

১২। খাসা বস্তু খাও সবে, আমায় না দেও কেন।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ ॥

১৩। আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাততে ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা।

১৪। প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥

১৫। এই মত মহা প্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥

এখন দেখুন চতুর্থ অবস্থায় নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়, বলাতে বুঝা যাইতেছে, এখনও ষড়রস বর্জ্জন হয় নাই।

কারণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

ষড় রস ভোজন দুরেতে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥

১। কটু, ২। তিক্ত, ৩। কসায়, ৪। লবণ, ৫। অম্ল, ৬। মধুর।

এই ছয়টীকে ষড় রস বলে। ইহাতে বুঝিতে পারাগেল, ষড় রসের মধ্যে একটী রস নুন।

ইহার পরে দেখাযাইতেছে যে পাঁচ জনা গোস্বামী ব্রাহ্মণ। কিন্তু রঘুনাথ দাস, কায়স্থ জাতী। শাস্ত্রে বলিয়াছেন। বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরুঃ। এই প্রমাণে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ সকল জাতীয় গুরু হইতে পারে? কিন্তু কায়স্থ অর্থাৎ শূদ্র, গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইলে, সম্প্রদায়ের আচার্য্য অর্থাৎ গুরু হইবেন কি করে?

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, এতাদৃশ ত্যাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য দেখিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রচারের উৎকৃষ্ট পাত্র বিবেচনা করিয়া গোস্বামী উপাধি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

এখন শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয় গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন শ্রবণ করুন—

শ্রীচৈঃ চঃ। আদি। ১০ম।

১। মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগী কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥

২। প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥

৩। ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

৪। বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥

পর্ব্বতের উপর হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাকে ভৃগুপাত বলে।

৫। এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসিরূপ সনাতনের বন্দিল চরণে॥

৬। তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥

৭। মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর॥

৮। অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥

৯। সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥

১০। রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥

১১। তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন মান॥

১২। সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥

১৩। তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

অতএব শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নুন পরিত্যাগ করিলেন, এখন ষড়রস পরিত্যাগ করিয়া, অল্প মূল্যের পবিত্র খাদ্য পল দুই তিন মাঠা (ঘোল) শ্রীরাধাগিরিধারীর ভোগ দিয়া প্রসাদ দর্শন করিতেন।

রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন। চারিদণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোন দিনে॥

অতএব এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে উচ্চ কীর্ত্তন বন্ধ না করিলে, লীলা স্মরণ ভজন সুবিধা হয় না। কারণ মানসে সেবন বলিয়াছেন। এখন বলিতেছি এই গ্রন্থে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ইত্যাদি একটী প্রমাণের দ্বারা একটী উত্তর বলা হইল।

এখন দ্বিতীয় আর একটী প্রমাণের দ্বারা আর একটী উত্তর বলা হইতেছে—

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

২। মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম
যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা পর আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ব্ব তত্ত্ব সার ॥ ৬০।

মনের স্মরণ রূপ প্রাণের দ্বারা মধুর হইতে সুমধুর শ্রীবৃন্দাবনধামে যুগল বিলাস স্মরণের সার বলা হইল।

মনের স্মরণরূপ প্রাণ কাহাকে বলে। এই প্রকৃত মনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা স্মরণ করা হইতে পারে না।

সেই জন্যই মনের স্মরণ রূপ প্রাণ প্রস্তুত করিতে হইবে।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। ৮ম।

অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥

গোপীভাব করি অঙ্গীকার অর্থাৎ আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারাণীর সখীগণের মধ্যে গোপীভাব ধারণ করিয়া এক জন গোপী হইয়াছেন। এবং আমিও শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া, গোপীভাব ধারণ করিয়া একজন গোপী সাজিয়াছি।

আমার বর্ণ, বস্ত্র, বয়স গোপীদিগের মত হইয়াছে। এই প্রকার এই মনকে (প্রাণকে) গোপীভাবে প্রস্তুত করার নাম গোপীভাব অঙ্গীকার করা। এইরূপ গোপীভাব ধারণ করিয়া রাত্রি দিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করিবে। সিদ্ধ দেহ বিষয়ে এই গ্রন্থে চতুর্দ্দশ সোপানের শেষভাগে বিশেষ বলা হইয়াছে। এই সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিয়া তাহাই সেবন অর্থাৎ কোন স্থানে সেবন, ৭ম সোপানে বলা হইবে।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত।।
রাত্রিদিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥

নিরন্তর কামক্রীড়া এবং রাত্রিদিন কুঞ্জ ক্রীড়া দ্বারা কৈশোর বয়স সফল করিলেন। ইহাদ্বারা বুঝাগেল, রাত্রিদিন সকল সময়ে সর্ব্বদা কুঞ্জক্রীড়া করিয়া কৈশোর বয়স সফল করিলেন।

পূর্ব্বে যে সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন, তাহাই সেবন অর্থাৎ কোন স্থানে সেবন বলা হইয়াছে এখন বুঝিতে হইবে রাত্রিদিন সকল সময়ে কুঞ্জক্রীড়া সেবন করিতে হইবে।

এখন স্মরণ রূপ প্রাণ যে গোপীভাবে, সিদ্ধ মঞ্জরী দেহ, বলা হইয়াছে, এই মঞ্জরী দেহ স্মরণ করিয়া, এই স্মরণ রূপ প্রাণের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্জরী দেহদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের "যুগল বিলাস" স্মরণের সার বলা হইয়াছে।

এখন যুগল বিলাস কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে। ৭ম সোপানে—

রাধার স্বরূপ কহ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব হয় প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই প্রশ্ন করিলে, শ্রীরামানন্দপ্রভু এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

এবে জানিল রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোহার বিলাস মহত্ত্ব ॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত ॥
রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥

৭ম সোপানে এই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। এখন ব্যাখ্যা বলিতেছি।

তথাহি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে-বিভাব লহর্য্যাং
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সী বশঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-তত্ত্ব শ্রবণ করিলাম। এখন দোহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস মহিমা শুনিতে ইচ্ছা করি। কৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক তাহার লক্ষণ কি?

ধীর ললিত নায়কের চারিটী লক্ষণ।

১। বিদগ্ধ—রসশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত। ২। নব তরুণ—অর্থাৎ নিত্য কিশোর।

এই কিশোর বয়সে, বিলাসের উন্মাদ অবস্থা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের এই কিশোর অবস্থা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। নিত্য কিশোর অবস্থা বর্ত্তমান থাকাতে, বিলাসোন্মত্ততা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য।

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দময়। শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চ ক্রোশ পরিক্রমা। শ্রীগোবর্দ্ধন সাত ক্রোশ পরিক্রমা। দুই একসঙ্গে পরিক্রমা করিলে ষোল ক্রোশ হয়। এই জন্য ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীকৃত। শ্রীনিকুঞ্জ রহস্য স্তব। ৩১ শ্লোক।

পরম রস-রহস্যানন্দ নিঃসন্দি বৃন্দাবন-বিপিন-নিকুঞ্জে দিব্য দিব্যৈ র্বিলাসৈঃ।
নিরবধি রসমানৌ রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ-ভজ সকলমুপেক্ষ ভাবকাঃ শাস্ত্র যুক্তীঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে পরম রস রহস্যযুক্ত আনন্দের স্রোত বহিতেছে। শ্রীনিকুঞ্জ বনে, শ্রীনিকুঞ্জ মন্দিরে, শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্র রসভাবিত হইয়া, সর্ব্বদা দিব্য দিব্য বিলাসে নিযুক্ত আছেন। হে ভাবুকগণ! সকল শাস্ত্র যুক্তি উপেক্ষা করিয়া রস ভাবিত হইয়া, নিরবধি, দিব্য দিব্য বিলাসযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। দ্বাবিংশ।

লোভে ব্রজবাসীর করে ভাবে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে, রাগানুগার প্রকৃতি ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উপদেশ। শ্রীসনাতন শিক্ষা।

সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, দ্বিবিধ শৃঙ্গার। সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার।

২। নব তারুণ্য লক্ষণ বলা হইল। ৩। পরিহাস বিশারদ—হাস্য, পরিহাস বিষয়ে বিশেষ চতুর। ৪। নিশ্চিন্ত। অর্থাৎ চিন্তা শূন্য। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু পালন করেন। শিব সংহার করেন। ইহাদের সকলেরই চিন্তা আছে। কিন্তু এই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তাঁহার কোন কার্য্য নাই। তিনি নিশ্চিন্ত থাকায়, বিলাস বাসনা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। ধীর ললিত নায়কে উক্ত চারিটী লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় নিরন্তর কাম ক্রীড়াই তাহার চরিত্র। অর্থাৎ সকল সময়েই কাম ক্রীড়ায় রত থাকেন। এবং রাত্রিদিন সকল সময় শ্রীরাধা সঙ্গে কুঞ্জক্রীড়া করিয়া কৈশোর বয়স সফল করেন। এবং তিনি সর্ব্বদাই প্রেয়সীর বশীভূত থাকেন।

এখন যুগল বিলাস স্মৃতিসার অর্থাৎ নিকুঞ্জ ক্রীড়াই সার প্রমাণ নির্দ্ধারিত হইল।

সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ব্ব তত্ত্ব সার।

সাধ্য অর্থাৎ সাধন করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাকে সাধ্য বলে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ "কুঞ্জক্রীড়া" সাধ্য।

শ্রীহরিনাম মালা জপের সহিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ করাকে সাধন বলে। সাধন অর্থাৎ ভজন। যোগী সন্ন্যাসীগণ যোগসাধন বলেন। এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজন ক্রীয়া বলেন। ইহার উপর আর নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিলাস স্মৃতিসার অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ ক্রীড়াই সার ভজন বলা হইল। রাস, দোল, ঝুলন, পাশাখেলা, পুষ্পত্রোটন ইত্যাদি যত লীলা আছেন। ইহার মধ্যে শ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়াই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

৩। জয় জয় রাধানাম বৃন্দাবন যার ধাম তার ভক্ত সঙ্গে সদা রসলীলা প্রেম কথা
কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি। যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।
হেন রাধা গুণ গান না শুনিল মোর কাণ ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নাহি শুনি যেন তার নাম ॥

বৃন্দাবন যাঁহার ধাম সেই রাধানামের জয় দিতেছেন। তিনি সেই রাধাকৃষ্ণ সুখ বিলাসের সাগর স্বরূপ। কৃষ্ণসুখ বিলাসের সাগর স্বরূপ যে রাধা, তাঁহার গুণগান যদি আমার কর্ণ শ্রবণ না করিল, তবে বিধি আমাকে কেবল বঞ্চনাই করিল। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ বিলাস, শ্রবণ করিতে দিল না। তাঁর ভক্ত সঙ্গে অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি যে রাধা তাঁহার ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণসুখ বিলাসের কথা অর্থাৎ রসলীলা, প্রেমকথা যে কহে সেই ঘনশ্যাম কৃষ্ণকে পায়। ইহাতে যে জন বিমুখ, অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসলীলা প্রেমকথা আমার শুনিবার অধিকার নাই বলে। তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না। অর্থাৎ

সেই ব্যক্তি কখনও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইবে না। তাহার সঙ্গে বসবাস করা দূরে থাকুক তাহার নাম পর্য্যও শুনিতে নাই।

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য। ৮ম।

শ্রবণ মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন শ্রবণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি কর্ণ রসায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম।

রসময় রসিক নাগর অনুপাম। নিকুঞ্জ বিহারী হরি নবঘন শ্যাম॥

ইহা দ্বারা বুঝা গেল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণকারী ভক্তগণ, পরস্পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সর্ব্বদা আলাপ করিবেন। এবং একান্ত মনে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া যখন শ্রীহরিনাম মালা জপ করিবেন, তখন জপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ ভজন করিবেন। অতএব ইহাদ্বারা জানা গেল যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাস আলাপকারী ভক্তগণের সঙ্গে বসবাস করা সৎসঙ্গ। তদ্ভিন্ন অন্য সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন। অর্থাৎ অন্য সঙ্গ অসৎ সঙ্গ বলিয়া জানিবেন।

শ্রীচৈঃ চঃ। অন্ত্য। ৪র্থ।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

অতএব পতিত পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে—

১। বড় জাতী কি ছোট জাতী। ২। ধনী কি দরিদ্র। ৩। পণ্ডিত কি মুর্খ। সকলকেই কৃপা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈঃ চঃ। আদি। ১০ম।

গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। শিক্ষা গুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে। অন্তর্য্যামি ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥

শিক্ষা গুরুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে। কৃষ্ণ যখন ভক্তকে কৃপা করেন তখন শ্রীশ্যাম সুন্দর ত্রিভঙ্গমুরলীধারীরূপে উপস্থিত না হইয়া দুইরূপে ভক্তকে কৃপা করেন।

প্রথম—ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপে দর্শন দেন। দৃষ্টান্ত শ্রীসুখদেব গোস্বামী। শিক্ষা গুরুকে দর্শন করিয়া, ভক্ত মনে করেন ইনি ভক্ত সকলের শ্রেষ্ঠ। কারণ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বুঝাইবার শক্তি ও অধিক আছে। এবং সদাচারও নিষ্ঠাবানও অধিক।

দ্বিতীয়—অন্তর্য্যামিরূপে ভক্তের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, কৃষ্ণই ভক্তকে শিক্ষা গুরুর উপদেশ সকল স্বীকার করাইতে বাধ্য করেন। তাহাতে ভক্ত শিক্ষা গুরুর উপদেশ সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হন। দৃষ্টান্ত—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ।

ইতি।

আদি খণ্ড সম্পূর্ণ।

২। মধ্য খণ্ড।

সূচী।

নিয়ম ও নিষ্ঠারূপ ভজন শিক্ষা।

প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ সোপান পর্য্যন্ত।

১। প্রথম সোপান—চৌকীদার ভক্ত।
২। দ্বিতীয় সোপান—কনেষ্টবল ভক্ত।
৩। তৃতীয় সোপান—জমাদার ভক্ত।
৪। চতুর্থ সোপান—দারোগা ভক্ত।
৫। পঞ্চম সোপান—ইনেস্পেক্টর ভক্ত।
৬। ষষ্ঠ সোপান—ডেপুটী ভক্ত।

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

২। মধ্য খণ্ড।

১। প্রথম সোপান। (চৌকীদার ভক্ত)

মদ্য, মাংস ভোজী, চোর, ডাকো, বেশ্যাশক্ত। পিয়াজ, মৎস্য, উষ্ণা চাউল ভোজী যত ॥

এই সকল লোক যদি শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের কৃপায় আমার নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র লইতে ইচ্ছা করে তবে

১। বালক—বালিকা।
২। যুবক—যুবতী।
৩। বৃদ্ধ—বৃদ্ধা।
৪। বড় জাতী—ছোট জাতী।
৫। ধনী—দরিদ্র।
৬। পণ্ডিত—অপণ্ডিত।

সকলকেই শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র কর্ণমূলে দীক্ষা প্রদান করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। অন্তলীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

নীচ জাতি নহে, কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
সৎকুল বিপ্র নহে, ভজনের যোগ্য। ৬২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি, জাতী কুলাদি বিচার ॥ ৬৩ ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৪ ॥

পাষণ্ড দলন গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী। কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥

পাক করিতে জালন কাষ্ঠের জন্য যদি একজন লোক প্রকাণ্ড একটী বটবৃক্ষ একখানি কুঠারে কাটিতে আরম্ভ করে তবে বহুদিন লাগিবে। আর এই বৃক্ষে যদি চারিখানি কুঠারে চারিদিকে কাটিতে আরম্ভ করে তবে শীঘ্রই বৃক্ষ কাটা হইবে।

এইরূপ যে শিষ্য মন্ত্র গ্রহন করিবে, সে একখানি কুঠার, এবং যে শ্রীগুরুদেব মন্ত্র দিলেন, তিনি হইলেন আর একখানি কুঠার, এখন দুইখানি কুঠার হইল। আরও শ্রীগুরুদেব যে মন্ত্র দিলেন, সেই মন্ত্র জপকরা হইল আর একখানি কুঠার। এখন তিনখানি কুঠার হইল। আর অন্যান্য ভক্তগণ বলিবেন, তুমি শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমাকে ভালভাবে চলিতে হইবে, অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে এই ভক্তগণ হইলেন, আর একখানি কুঠার। অতএব এখন সর্ব্বশুদ্ধ মোট চারিখানি কুঠার বৃক্ষে লাগিয়া গেল। এখন বৃক্ষ শীঘ্রই কাটা হইবে। অর্থাৎ মদ্য মাংসাদি চুরি ডাকাতি বেশ্যা শক্তি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ হইবে।

অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে দয়াময় শ্রীগুরুদেব, দয়া করিয়া, শিষ্যকে মন্ত্র দিলেন বলিয়া, এখন চারিখানি কুঠার হইল। মদ্য মাংসাদি চুরি ডাকাতি বেশ্যাশক্তি। পিয়াজ, মৎস্য, উষ্ণা চাউল ভোজন ইত্যাদিকে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বলা হইয়াছে।

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

১। দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ?

শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ প্রধান প্রমান।

মা ধ্রুবকে শ্রীভগবানের নাম পদ্মপলাশ লোচন বলিয়াছিলেন। ধ্রুব মহাশয় এই নাম জপিতে জপিতে মা নিদ্রিত হইলে, তিন প্রহর রাত্রিকালে ঘোর বনে বাহির হইলেন। অতএব মা হইলেন ধ্রুবের আদি গুরু।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

মহৎ কৃপা বিনা কোনও কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবানের লীলা বৈচিত্র অতি আশ্চর্য্য। তাঁহার করুণাশক্তি অসীম। ধ্রুব মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভজন ক্রিয়া পূর্ণ হইলে আমার দর্শন পাইবে। শ্রীভগবান নারায়ণ, আপনার অতি প্রিয়ভক্ত শ্রীনারদমুনি (মহৎ) কে স্মরণ করিলেন। উপস্থিত হইবামাত্র আদেশ করিলেন, রাজপুত্র ধ্রুব পঞ্চম বর্ষের বালক, আমার নাম করিয়া দুর্গম বনে আসিয়াছে। অতএব তুমি তাঁহাকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান কর। পরে ভজন ক্রিয়া সমাপ্তি হইলে, আমি তাঁহাকে দর্শন দিব। শ্রীনারদমুনি আশ্চর্য্য হইলেন। প্রভো আপনি কৃপা করিয়া পাঁচ বৎসরের বালককে বনে আনিয়াছেন, এখন আমি আবার দীক্ষামন্ত্র দিব, এবং তাঁহার ভজন পূর্ণ হইলে দর্শন দিবেন। যাহা হউক আমি আপনার আদেশ পালন করিব। এই বলিয়া নিবীড় বনে ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রে ধ্রুবকে দিক্ষা প্রদান করিয়া মধুবনে ধ্রুবটিলা নামক স্থানে ভজন করিতে আদেশ করেন। শ্রীধ্রুব মহাশয় প্রথম ফলাহার, দ্বিতীয়ে জলাহার, তৃতীয়ে বায়ুভক্ষণ, চতুর্থে বায়ু বন্ধ করিয়া বা পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর দাঁড়াইয়া, জোড় হাতে তপস্যা করিতে থাকিলে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভূর্জ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ধ্রুবের সম্মুখে দর্শন দিলেন। ধ্রুব প্রথম হৈতুকীভক্তি অর্থাৎ হেতু পূর্ব্বক রাজ্যলাভের আশায় শ্রীনারায়ণের ভজন করেন। শ্রীনারায়ণ দর্শন দিয়া ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি বর চাও। প্রভুর দর্শন প্রভাবে ধ্রুবের অহৈতুকী ভক্তি উপস্থিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন, প্রভো !

শ্রীমদ্ ভাগবত।

স্থানাভিলাষী তপসী স্থিতোহহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুণীন্দ্র গুহ্যম্ কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্য রত্নং স্বামীন কৃতার্থোঽপি বরং ন যাচে।

অনুবাদ—স্থানের জন্য অর্থাৎ রাজ্যলাভের আশায় আমি অপনার ভজন করিয়াছিলাম। কিন্তু দেব মুণীন্দ্র হইতেও আপনি অতি গোপণীয়, অর্থাৎ দেব মুণীন্দ্রগণ বহু তপস্যা করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হন। আমি কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন চিন্ময় পরম চিন্তামণি স্বরূপ, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হইয়াছি। স্বামিন্ হে প্রভো ! আমি আর বর চাহি না। ইহার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহৎ অর্থাৎ ভজন ক্রিয়া পরায়ণ শ্রীনারদমুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরাকাষ্ঠা ভজন করিলেন বলিয়া শ্রীভগানের দর্শন লাভ করিলেন।

২। ডাকাইতকে মন্ত্র দিবেন কেন ?

রত্নাকর দস্যু দেবর্ষি নারদ ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কৃপায় শ্রীরাম নাম দীক্ষা প্রভাবে, বনে বসিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, বল্মীক অর্থাৎ উইপোকার মাটীতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হয়। বহুদিন পরে তপস্যা শেষ হইলে, ধ্যান ভঙ্গ হইবা মাত্র দেখিলেন, একটী ব্যাধ ধনু, শর হাতে বৃক্ষাগ্রস্থিত পক্ষীদ্বয়কে বিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন প্রথমেই তাঁহার মুখ হইতে এই শ্লোকটী উচ্চারিত হয়।

মা নিষাদ প্রবিষ্টান্ত মগমা শাস্বতী সমা। যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মমধী কাম মোহিত ॥

বঙ্গানুবাদ— হে ব্যধ তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি ক্ষান্ত হও, দেখ পক্ষীযুগল অত্যধিক কামে মোহিত হইয়া সঙ্গমে নিযুক্ত আছে। ইহাদিগকে নষ্ট করিও না। যে রত্নাকর প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিতেন, কত শত শত জীব হত্যা করিয়াছেন। শ্রীনারদ মুনি ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে লতায় বন্ধন করিয়া বাটীতে গিয়াছিলেন, সেই রত্নাকর এখন শ্রীরাম নাম দীক্ষার ফলে অত্যধিক তপস্যা করিয়া প্রাণ এত কোমল হইয়াছে যে সামান্য পক্ষীযুগলকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিতেছেন। (উইপোকার মাটীর ভিতরে বহুদিন বল্মীকে আবৃত ছিলেন বলিয়া বাল্মীকমুনি নাম হইয়াছিল)।

শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবার ৬০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহৎ ডাকাইতকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া বাল্মীক মুনি হইলেন।

৩। বেশ্যাসক্তকে মন্ত্র দিবেন কেন ?

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বেশ্যাসক্ত ছিলেন। দক্ষিণে কর্ণাটদেশে (মন্দ্রাজে) কৃষ্ণবেন্বা নদী তীরে শ্রীসোমগিরি নামক সাধু মহাত্মার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করিয়া, ধামে বাস করতঃ ভজন করিতে বসিলেন। কতক দিন ভজন করার পর ভজন পূর্ণ হইলে, কৃপা করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে আদেশ করেন, তুমি আমার বৈকুণ্ঠলীলা বর্ণনা কর।

বিল্বমঙ্গল— সেইস্থানে তোমার ঐশ্বর্য্য লীলা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ— তবে তুমি আমার শ্রীগোলক লীলা বর্ণনা কর।

বিল্বমঙ্গল— সেই স্থানেও তোমার মহাঐশ্বর্য্যময় লীলা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ— আমার শ্রীদ্বারকা লীলা বর্ণনা কর।

বিল্বমঙ্গল— তথায় তোমার এক এক রমণী দশ দশ ছেলে, মহাসংসার বিস্তার, এই সবে তোমার সুখ শান্তি নাই, আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ— শ্রীবৃন্দাবনে গোষ্ঠ লীলা বর্ণনা কর।

বিল্বমঙ্গল— তথায় তোমার চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইবে এবং গরু চরাণ মহাকষ্ট আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ— তবে তুমি, আমার কোন লীলা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা কর।

বিল্বমঙ্গল— শ্রীরাধার সহিত তোমার কুঞ্জক্রীড়া, এই লীলা আমি বর্ণনা করিব। মহা মাধুর্য্যময় লীলা, ইহাতে তোমার সুখ শান্তি পূর্ণ। মহা সুখময় লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ তখন আদেশ করেন। আচ্ছা! শ্রীরাধার সহিত আমার কুঞ্জক্রীড়াই তুমি বর্ণনা কর।

বিল্বমঙ্গল— শ্রীকুঞ্জক্রীড়া বর্ণনা করিলে,

শ্রীকৃষ্ণ— সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি আমার যে লীলা বর্ণনা করিলে, ইহা আমার কর্ণে অমৃতবৎ জ্ঞান হইল। অতএব ইঁহার নাম হইবে, আমার কর্ণামৃত ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত এবং তুমি যে শুক পক্ষীর মত আমাকে লীলা শ্রবণ করাইলে, ইহাতে তোমার নাম হইল, লীলা শুক। সেই হইতে বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত নাম লীলাশুক হইল।

শ্রীকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গলকে বলেন, আমি তোমার উপর মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

বিল্বমঙ্গল— শ্রীরাধার সহিত আপনার কুঞ্জক্রীড়া এই লীলা আমার হৃদয়ে নিত্য নিত্য, নূতন নূতন স্ফূর্ত্তীপ্রাপ্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ— এইবার তোমাকে লোক নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিবে, কারণ আমি তোমাকে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব ইত্যাদি যে কোনও পদবী দিতে পারি। তুমি এই সব প্রার্থনা না করিয়া কুঞ্জক্রীড়া, কেবল একটী কথা মাত্র, নিত্য নতুন স্ফূর্ত্তী হইবে, এই প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা বড়ই অজ্ঞতার বিষয়।

বিল্বমঙ্গল— তর্জ্জনি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলেন। আমি মহাবিজ্ঞতার বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি। এইবার আপনি ঠেকেছেন, কারণ আমি যে লীলা বর্ণনা করিব,আপনাকে সেইরূপভাবে লীলা করিতে হইবে, অতএব আপনি আমার নিকট আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া নিত্য নিত্য নূতন নূতন শ্রীকুঞ্জক্রীড়া স্ফূর্ত্তী প্রাপ্ত বর দান করিয়া, আমাকে ধন্য করুন! আমি অন্য বর চাহি না।

শ্রীকৃষ্ণ— সহর্ষে শ্রীরাধার সহিত সখিগণ সহ বিল্বমঙ্গলকে দর্শন দিয়া বলেন, আমার কুঞ্জক্রীড়া তোমার নিত্য নিত্য নূতন নূতন স্ফূর্ত্তী হইবে, এইরূপ ভাবে কিছুদিন ভজন করার পর এই দেহ-অন্তে শ্রীবৃষভানুপুরে গোপগৃহে জন্ম হইবে, পরে উপযুক্ত বয়সে, কুঞ্জক্রীড়ায় গোপী অনুগত হইয়া দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়া মঞ্জরী স্বরূপ চামর ব্যজনাদি সেবা করিবে। বর দিয়া সখিগণ সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বেশ্যাশক্তকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া, বিল্বমঙ্গল ধন্য হইলেন।

৪। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

৫। মদ্যপায়ী মাতালকে মন্ত্র দিবেন কেন? জগাই মাধাই মদ্যপায়ী মহা মাতালকে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দীক্ষা প্রদান করিয়া, প্রেমভক্তি প্রদানে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

৬। **বেশ্যাকে মন্ত্র দিবেন কেন?** রামচন্দ্র খান প্রেরিত বেশ্যাকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়, গুফায় ভজন করিতে দিয়াছিলেন। এবং তিনি অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ্যা হৈল পরম মহান্তি।

৭। মায়া দাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়। সাধু কৃপা বিনা কভু প্রেম নাহি হয় ॥

৮। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৯। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১০। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীজীব গোস্বামী পাদের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

১১। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামি হয়ে শিখান আপনে ॥

চৌকিদার ভক্তগণ শ্রীহরি নাম মহামন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র অঙ্গুলি পর্ব্বে সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে করিতে শ্রীনাম ও বীজমন্ত্রের কৃপা প্রভাবে, প্রথম সোপান হইতে দ্বিতীয় সোপানে উঠিবে।

২। দ্বিতীয় সোপান। (কনেষ্টবল ভক্ত)

১। দ্বিতীয় সোপানে রাধাকৃষ্ণে বৃদ্ধি ভক্তি।
মদ্য, মাংসাদি, চুরি, ডাকাতি, বেশ্যাশক্তি॥

২। শ্রীগুরু কৃপাবলে ত্যাগ করিল ভক্ত।
ভজন শিক্ষা করিবারে হইল ব্যস্ত॥

৩। গুরু, গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ দণ্ডবৎ মন্ত্র।
সুশিক্ষা করিতে বাজিল হৃদয় যন্ত্র॥

৪। গলে দুই কণ্ঠী তুলসী মালা পরিল।
দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ করিল॥

৫। শ্রীএকাদশী ব্রত আচরণ করিল।
সংক্ষেপ পূজা শিখিতে সুমতি ধরিল॥

৬। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা।
সম্পূর্ণ পাঠ করিতে হইল বাসনা॥

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা।

৭। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥ ইত্যাদি

৩। তৃতীয় সোপান। (জমাদার ভক্ত)

১। তৃতীয় সোপানে পিয়াইজ মৎস্য গেল।
গুরুকে জল দিতে অধিকার হইল॥

২। গুরু গৌর রাধাকৃষ্ণ বিস্তার পূজিল।
ঠাকুরদের ধ্যান শিক্ষা বৃদ্ধি হইল॥

৩। ভক্ত ক্রমশ প্রস্তুত হইতে লাগিল।
শ্রীপ্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা পাঠ চালাইল॥

প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা।

৪। গুরু মুখপদ্ম বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা। ইত্যাদি

৪। চতুর্থ সোপান। (দারোগা ভক্ত)

১। উষ্ণা চাউল ছাড়িল আতপ অন্ন ধরিল
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ চালাইল॥

৫। পঞ্চম সোপান। (ইনিস্পেক্টর ভক্ত)

১। আতপ মুড়ি, আতপ চিরা ত্যাগ হল।
আতপ অন্ন বিশুদ্ধ ভোগ লাগাইল ॥

২। বুট ভিজা, ঘুগ্নি, খই, ছাতু, ফল, মূল।
শ্রদ্ধা করে বান্যা ভোগ অর্পণ করিল ॥

৩। প্রসাদ ভোজী, শুদ্ধ ভক্ত নাম হইল।
শ্রীনাম মালা অধিক জপিতে লাগিল ॥

৪। শ্রীরূপ-গুণ স্মরণ করিতে বসিল।
এখন শ্রীলীলা স্মরণ হইবে ভাল ॥

৬। ষষ্ঠ সোপান। (ডেপুটী ভক্ত)

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

১। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা না পূজিব অন্য দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩ ॥

২। অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই
এই ভক্তি একনিষ্ঠ ভজন ॥ ১১ ॥

৩। অসৎ সঙ্গতি সদা ত্যাগ কর অন্য গীতা
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে ॥

৪। কেবল ভকত সঙ্গ প্রেম ভক্তিরস রঙ্গ
লীলা কথা ব্রজরস পূরে ॥ ১৫ ॥

৫। যোগী, ন্যাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী অন্যদেব পূজক, ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি ॥

৬। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখ, শোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরী বর ধারী ॥ ১৬ ॥

৭। অন্যব্রত, অন্যদান নাহি কর বস্তু জ্ঞান
অন্য সেবা, অন্যদেব পূজা ॥ ৪১ ॥

১। পান, তামাক, চা, বিড়ি, হুক্কা, গাঁজা, ধুতুরা।
উষ্ণচাল, আতপ মুরি, আতপ চিরা ॥

২। গালি, গুলি, আফিং, ভাং, খয়নি, ত্যাগমান।
চোরস মাদক দ্রব্যাদি নিষেধ জান ॥

৩। উল্লিখিত বাধা সকল মানিয়া চল।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ হবে ভাল ॥

৪। মুশুরি এবং কলাই ও খেসারি ছাড়।
মোগ, মটর, বোট, অড়হর স্বীকার ॥

৫। লৌহ পাত্রে অন্ন পাক করিবে না ভক্ত।
এলোমেনিয়ম কাংস পাত্রে ভোগ ত্যক্ত ॥

৬। পদ্ম ও পলাশ পত্রে ভোজন প্রশস্ত।
পিতল বা পাথর পাত্রে ভোগ সাব্যস্ত ॥

৭। লাউ, বেগুণ, মূলা, বজ্র ডুম্বুর, লঙ্কা।
হলুদ, গুল মরিচ, পুই ত্যাগ পাকা ॥

৮। রক্তশাক, কল্মীশাক, চিচিঙ্গা, অশুদ্ধ।
এই সকল পালনে মন কর শুদ্ধ ॥

৯। সৈন্ধব লবণ, গব্য দুগ্ধ, গব্যঘৃত।
সাদা জিরা, পিপ্পলী ভোগ সাত্ত্বিক ব্রত ॥

১০। দশমী ও দ্বাদশী দিবস যবে হইবে।
প্রতি মাসে চারিদিন পালন করিবে ॥

১১। শ্রীএকাদশী ব্রত নিরম্বু অসমর্থ।
জল, দুগ্ধ, ফল, মূল পবিত্র যথার্থ ॥

১২। মিষ্ট কুমড়া, কচু, মিষ্ট আলু, কাচা কলা।
পেপে সিদ্ধ করে ভোগ নিবেদন ভালা ॥

১৩। গম, যব, মাকই, ছোলা সব ময়দা।
সব ডাইল, অন্ন, খৈ, সুজি, সব বাধা ॥

১৪। খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা যত বাদ্য।
উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব নিষিদ্ধ ॥

ব্যাখ্যা—খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা যত বাদ্য। উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব করা হইয়াছে অর্থাৎ ভজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহারাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করিবার জন্য খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্য ও উচ্চ সংকীর্ত্তন মহোৎসব ছাড়িয়া, একান্ত মনে শ্রীহরিনাম মালাজপের সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিবেন।

১৫। পাকের বাসন মাজিবে মন আনন্দে।
শাক আমানিয়া বটী মাজিবে সচ্ছন্দে ॥

১৬। বড় করিয়া ভালরূপ তিলক কর।
কেশ বিন্যাস করিতে ভালরূপ পার ॥

১৭। তবে তিলক করিতে কেন না পারিবে।
যতন করিলে তিলক ভাল হইবে ॥

১৮। কপাল সম্পূর্ণ করে তিলক যথার্থ।
মধ্যভাগ খালি সাদা রাখ পরমার্থ ॥

১৯। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সকল সময়।
ভজন প্রণালী বিভিন্ন রকম হয় ॥

২০। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ কাল।
এখন সন্ধিস্থল বড়ই গোলমাল ॥

২১। সকল দ্রব্য ভেজাল দুর্ম্মূল্য হইল।
এখন কি করে ভজন করিবে বল ॥

২২। উপায় বলিতেছি ভাল করিয়া শুন।
কি ধনী, কি দরিদ্র সকল ভক্তগণ ॥

২৩। পুরুষ কি নারী সবে এক, এক করি।
ভালরূপ শিক্ষা ধরি, কর কার্য্য চারি ॥

২৪। গাভী হতে দুগ্ধ দোহন করা একটী।
দুগ্ধ গরম করে মাখন তোলা দুটী ॥

২৫। কাচা দুগ্ধ লোক গরম করার পূর্ব্বে।
ভোগের দুগ্ধ পৃথক কর ভক্ত সর্ব্বে ॥

২৬। সর অথবা মাখন তোলা যেই দুগ্ধ।
ঠাকুরদিগকে ভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ॥

২৭। মাখন তুলিবারে মন কর বিশুদ্ধ।
মাখন জাল দিয়া ঘৃত হইল শুদ্ধ ॥

২৮। আতপ ধানের চাউল করা তিনটী।
গম পিষে ময়দা করা হল চারিটী ॥

২৯। রাজা, রাণী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যত ভক্ত।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে সদা অনুরক্ত ॥

৩০। দৃঢ় সঙ্কল্পে স্বহস্তে কর চারি কার্য্য।
ছোট বড় সব ভক্ত মন কর ধৈর্য্য ॥

৩১। ধূপ, প্রদীপ, সন্ধ্যা জ্বালিবে যেই কাল।
প্রদীপের তলে রেকাবী রাখিবে ভাল ॥

৩২। দীপ হইতে তৈল রেকাবীতে দাড়াবে।
গাছা তৈলাক্ত না হইবে ভাল রহিবে ॥

৩৩। গো ঘৃত রচিত কর্পূর মিশ্রিত বাতি।
সন্ধ্যা জ্বালাইবে সবে মনে করি ভক্তি ॥

৩৪। ঘটীর জলে হস্ত ধৌত কাল হইল।
ঘটীর উপরে হাত দিয়া না ধোয়া ভাল ॥

৩৫। তিন অঙ্গুলে কিনারে ধরিয়া না ধোও।
এমন করে হাত ধুইবে না বুঝিও ॥

৩৬। হাত ডানায় ঘটী কাইত করে জলে।
হস্ত ধৌত করিলে বৈষ্ণব ভাল বলে ॥

৩৭। ভক্ত একটী আখায় পাক করাইবে।
অধিক সময় যাবে শিক্ষা অল্প পাবে ॥

৩৮। দুটী আখায় পাক করবে ভক্তবৃন্দ।
অল্প সময়ে পাক করে হবে আনন্দ ॥

৩৯। অধিক সময় শিক্ষায় অন্তর শুদ্ধি।
বিস্তার উপদেশে হবে ভজন বৃদ্ধি ॥

৪০। বড় টীকি, বড় তিলক, বড় মালায়।
ভজন বর্দ্ধিত করিতে ভাল উপায় ॥

৪১। অভিমান, আলস্য ছেড়ে চল্লিশ সংখ্যা।
পালন করিয়া করিবে বিস্তার ব্যাখ্যা ॥

১। পঞ্চম সোপানে শ্রদ্ধা, ষষ্ঠে সাধু সঙ্গ।
সপ্তম সোপানে ভজন ক্রিয়া তরঙ্গ ॥

২। অষ্টম সোপানে অনর্থ নিবৃত্তি হল।
নবম সোপানে নিষ্ঠা ভাল হয়ে গেল ॥

৩। দশম সোপানে রুচি আরম্ভ হইল।
একাদশ সোপানে আশক্তি বৃদ্ধি হল ॥
৪। দ্বাদশ সোপানে ভাব লক্ষণ আনন্দ।
ত্রয়োদশে প্রেমে মগ্ন যত ভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। মধ্য। ২৩ পরিচ্ছেদ।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃস্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাশক্তি স্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানা ময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

১। শ্রদ্ধা।
২। সাধুসঙ্গ।
৩। ভজন ক্রিয়া।
৪। অনর্থ নিবৃত্তি।
৫। নিষ্ঠা।
৬। রুচি।
৭। আসক্তি।
৮। ভাব।
৯। প্রেম।

১। নিয়ম ও নিষ্ঠা। ২। শিক্ষা ও ভজন। এই দুইটী সংখ্যা, ভজনের প্রধান অবলম্বন (আশ্রয়গ্রহণ)। অর্থাৎ আমার উপদেশ মত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিতে হইলে, ১। নিয়ম ও নিষ্ঠা, ২। শিক্ষা ও ভজন। এই দুইটী বিষয়ের আশ্রয় লইতে হইবে। এই দুইটী বিষয় যত ভাল করিয়া চালাইবে, ভজন ততই ভালরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এখন বুঝ নিয়ম ও নিষ্ঠা কাহাকে বলে। নিরামিষ খাইব, এই একটী নিয়ম করা হইল। ইহার নাম নিয়ম। আর এই নিরামিষ খাওয়া কখনই পরিত্যাগ করিব না। ইহার নাম নিষ্ঠা।

আতপ অন্ন ধরিব। এই একটী নিয়ম। ইহা কখনই পরিত্যাগ করিব না, এই যে দৃঢ় সঙ্কল্প (প্রতিজ্ঞা) ইহার নাম নিষ্ঠা।

১। তিলক করিব। ২। মন্ত্র জপ করিব। ৩। আহ্নিক পূজা করিব। এই সকলই নিয়ম। এই সকল নিয়ম কোনও দিন পরিত্যাগ করিব না অর্থাৎ সব দিন করিব, এই যে দৃঢ় সঙ্কল্প ইহার নাম নিষ্ঠা। এইরূপ নিয়ম বহু প্রকার। নিষ্ঠার সহিত অর্থাৎ দৃঢ়তার সহিত, যত যত নিয়ম বৃদ্ধি করিবে, ততই ভজন বৃদ্ধি হইবে।

এখন শিক্ষা ও ভজন কাহাকে বলে শুন।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান শিক্ষা করিব, ইহার নাম শিক্ষা। পূজাকালে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান পাঠ করিব ইহার নাম ভজন। শ্রীরাধার প্রণাম মন্ত্র শিক্ষা করিব। ইহার নাম শিক্ষা। প্রণাম করিবার সময় এই প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিয়া, দণ্ডবৎ করিব, ইহার নাম ভজন। এইরূপ শিক্ষা ও ভজন বহু প্রকার। শিক্ষা ও ভজন যত বাড়াইবে, ততই ভজন বৃদ্ধি হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন করিতে হইলে শ্রীহরিনাম মালায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মহা মন্ত্র (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) যত অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ১। নিয়ম ও নিষ্ঠা। ২। শিক্ষা ও ভজন যত বাড়াইবে! ততই ভজন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ সোপান পর্য্যন্ত নিয়ম ও নিষ্ঠা এই প্রকার ভজন অধিক বলা হইল। ইহাকে বিধিভক্তি বলে।

কেবল একাদশ সোপানে ১। হবিষ্যান্ন ব্রত। দ্বাদশ সোপানে ২। নক্তব্রত। ত্রয়োদশ সোপানে ৩। মৌনব্রত।

এই তিনটী ব্রত নিয়ম পরে বলা হইবে। এবং সপ্তম সোপান হইতে চতুর্দ্দশ সোপান পর্য্যন্ত রাগ ভক্তি অর্থাৎ লীলা স্মরণ ভক্তি ক্রমে ক্রমে বলা হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ১। রূপ। ২। গুণ। ৩। লীলা ইহার এক একটী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। এবং শ্রীনাম মালা জপের সঙ্গে স্মরণ ভজনে লাগাইতে হইবে।

যেমন শ্রীরাধাকৃষ্ণের ১। রূপ ভাল প্রকার শিক্ষা করা হইল। এখন এই রূপ বর্ণনা, শ্রীহরি নাম মালা জপের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ্ করিতে হইবে। ইহাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ স্মরণ ভজন বলে। ২। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ শিক্ষা করা হইল। শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে সঙ্গে গুণ স্মরণ করার নাম, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গুণ স্মরণ ভজন করা হইল। ৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা শিক্ষা করা হইল। শ্রীনাম মালা জপের সঙ্গে সঙ্গে লীলা স্মরণ ভজন করা হইল। ইহাকেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন বলে।

এখন ভাল বলিতেছি, মনযোগ করিয়া শুন এবং ভাল করিয়া বুঝ।

যে সকল ১। নিয়ম ও নিষ্ঠা। ২। শিক্ষা ও ভজনের কথা বলা হইল এবং পরে বলা হইবে, এই স্মরণ ভজন করিতে হইলে, যে শ্রীগুরুদেব উল্লিখিত ১। নিয়ম ও নিষ্ঠা। ২। শিক্ষা ও ভজন করিয়াছেন। এবং ১। রূপ। ২। গুণ। ৩। লীলা শিক্ষা ও স্মরণ করিয়াছেন। সেই শ্রীগুরুদেবই এই সকল ভজনে, ভক্তগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অন্যজন কেবল মুখে বলিয়া দিলেই কিংবা যেই সেই গুরু দ্বারা এই সকল ভজন সিদ্ধ হইবে না। বরং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনকারী শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণকে (শিষ্যকে) বিপাকে ফেলা হইবে।

শিষ্য সদ্গুরু অর্থাৎ সুশিক্ষিত, নিয়ম ও নিষ্ঠাবান্ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ ১। রূপ। ২। গুণ। ৩। লীলা স্মরণ ভজন নিষ্ঠ গুরুর অভাবে সুবিধা রাস্তা না পাইয়া, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন ত্যাগ করিবে। ইতি

মধ্য খণ্ড সমাপ্ত।

৩। অন্ত্য খণ্ড।

সূচী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ শিক্ষা ও ভজন ব্যবস্থা ভালরূপ বলা হইয়াছে।

সপ্তম সোপান হইতে—চতুর্দ্দশ সোপান পর্য্যন্ত।

৭।	সপ্তম সোপান—	মাজিষ্ট্রেট্ ভক্ত।
৮।	অষ্টম সোপান—	জজ ভক্ত।
৯।	নবম সোপান—	হাইকোট জজ ভক্ত
১০।	দশম সোপান—	মন্ত্রী ভক্ত।
১১।	একাদশ সোপান—	প্রধান মন্ত্রী ভক্ত।
১২।	দ্বাদশ সোপান—	রাজা ভক্ত।
১৩।	ত্রয়োদশ সোপান—	মহারাজ ভক্ত।
১৪।	চতুর্দ্দশ সোপান—	সিদ্ধ ভক্ত।

সিদ্ধভক্ত কাহাকে বলে? গোপীভাবাশ্রিত, মঞ্জরী স্বরূপে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ সেবায় অধিকার প্রাপ্ত, অন্তরঙ্গা দাসীভাব প্রাপ্ত ভক্ত।

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

৩। অন্ত্য খণ্ড।

৭। সপ্তম সোপান। (মাজিষ্ট্রেট ভক্ত)

সপ্তম সোপানে অন্তর্মনা মৌন হল। চিন্তাশীল ভাবুকের দলে ভর্ত্তি হল।
উচ্চ সংকীর্ত্তন মহোৎসব বাদ দিল ॥ রাধাকৃষ্ণ রূপ-গুণ-লীলা স্মর ভাল ॥

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

নিভৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম হইয়া সুবর্ণের ঝারি ভরি রাধাকুণ্ড জলপুরি
ডাকিব হা রাধানাথ বলি। দোহাকার অগ্রেতে রাখিব ॥

মহাজনের উল্লিখিত বাক্য সমূহের দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন স্থির হইল।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া
লোক বেদ সার এই বাণী। সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥

বিস্তার ব্যাখ্যা—রাগের ভজন পথ ইত্যাদি—উল্লিখিত মহাজন বাক্যদ্বারা জানা যাইতেছে যে বিধি পূর্ব্বক অর্থাৎ বিধি রক্ষণ করিয়া, রাগের ভজন করাই বিশুদ্ধ ভজন। ২টী শ্রীসরস্বতী দেবীমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইল। একটী মূর্ত্তির অঙ্গরাগ অর্থাৎ ঘাম তৈল দেওয়া হইল। আর একটী ত্তির অঙ্গরাগ করা হইল না। মূর্ত্তী গঠন পারিপাট্য দুইটীই সমান, কিন্তু ঘাম তৈলের গুণে, একটী অধিকতর উজ্জ্বল হইল। সেইরূপ বিধিভক্তিরূপ মূর্ত্তী প্রস্তুত না হইলে, কোন স্থানে অঙ্গরাগ করা হইবে। ফল কথা বিধিভক্তি না হইলে, রাগভক্তি হয় না, এই জন্য প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ সোপান পর্য্যন্ত বিধিভক্তি দ্বারা প্রস্তুত হইলে, সপ্তম সোপান হইতে চতুর্দ্দশ সোপান পর্য্যন্ত রাগভক্তি অর্থাৎ রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ ভক্তি সহজেই প্রস্তুত হইবে। রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত ইহার ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে বলা হইল। এখন লোক বেদসার এই বাণী ইহার ব্যাখ্যা বলা হইতেছে। ইহা ভক্ত লোকে বিশেষ ভাবে প্রচার আছে। বেদ-আদি শাস্ত্রেও এই বাণী প্রচার আছে।

সখীর অনুগা হইয়া ইহার ব্যাখ্যা—শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া। শ্রীমঞ্জরী স্বরূপে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ ভজন করিয়া। ব্রজেসিদ্ধ দেহ পাইয়া ইহার ব্যাখ্যা-স্মরণ ভজনে পরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ সোপানের অবস্থা লাভ করিতে পারিলে, তাঁহাকে সিদ্ধ বাবাজী কিংবা সিদ্ধ ভক্ত বলে। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাশয়ের এই অবস্থা হইয়াছিল।

কবে বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এই রূপ ভজনে সিদ্ধ দেহ অন্তকালে, শ্রীবৃষভানুপুরে আহিরীগোপ গৃহে গোপ কন্যা হইয়া জন্ম হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে বয়স বৃদ্ধি হইলে শ্রীললিতা বিশাখাদির সখীগণের অনুগত হইয়া সেবাকার্য্য বিশেষ ভাবে শিক্ষা হইলে

সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ সেবায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বহুদিনের তাপিত প্রাণ শীতল করিবে অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করিবে। উল্লিখিত বিধিভক্তি পাঁচ প্রকার।

১। বিধি ভজন—স্নান করিয়া গলে তুই কণ্ঠীর কম না হয়, শ্রীতুলসীমালা সর্ব্বদা কণ্ঠলগ্ন করিয়া ধারণ করিবে। ২। শ্রীহরিমন্দির তিলক অর্থাৎ উর্দ্ধ পুণ্ড্র করিয়া তিলক ধারণ করিবে। ৩। শ্রীহরিনাম মালা জপ অর্থাৎ একশত আটটী শ্রীতুলসী মালা গাথিয়া আড়াই পাকে ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া মালা সমুদয়, পৃথক পৃথক করিয়া গাথিবে, যেন একটী মালা অন্য মালার সঙ্গে সংলগ্ন না হয়। তুই, তুইটী মালার মধ্যভাগে ব্রহ্মগ্রন্থি থাকিবে। এই প্রকার একশত আটটী মালা এক সুতায় ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া গাথা শেষ হইলে, একদিকে বড় বড় মালা থাকিবে। এইরূপে ক্রমশঃ সুরু সুরু করিয়া সর্প পুচ্ছাকৃতি করিয়া মালা সমুদয় গাথিবে এবং মধ্যভাগে একটী সুমেরু মালা থাকিবে, এই সুমেরু মালার ভিতর দিয়া, সুতার বড় মালার মুখ এবং সুরু মালার মুখ, তুইটী মুখ প্রবেশ করাইয়া সুমেরু মালার উপরে একটী গাইট দিবে। এই গাইটটীর নাম প্রেম মঞ্জরী, এবং সুমেরু মালার নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং সব সুতার নাম শ্রীরাধা, এই রাধারূপ সুতায় সব সখীগণ আবদ্ধ। বড় মালার দিক হইতে ক্রমশঃ আরম্ভ করিয়া আটটী মালা শেষ হইলে একটী সুতা বাধিয়া রাখিবে। এই আটটী মালার নাম অষ্ট সখী। অন্যান্য এক শতটী মালা, একশত মঞ্জরী। এই একশত আটটী মালার বড় দিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটী মালা ধরিয়া শ্রীহরেকৃষ্ণ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ শেষ হইলে, এই প্রকার ক্রমশঃ একশত আটটী মালায় ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ শেষ হইলে ১০৮ × ১৬ = ১৭২৮ এক হাজার, সাত শত, আঠাইশ নাম জপ করা হইল। ইহাকে একফেরা নাম জপ বলে। পুনর্ব্বার সুরু মালার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বড় মালার দিকে একশত আটটী মালা জপ শেষ হইলে আর এক ফেরা নাম জপ হইল। এখন তুই ফেরা নাম হইল ১৭২৮ × ২ = ৩৪৫৬। তিন হাজার, চারি শত, ছাপ্পান্ন নাম তুই ফেরা হইল। এই বড় মালা হইতে ছোট মালায় এবং ছোট মালা হইতে বড় মালায় বার বার জপ শেষ করিবে, এই প্রকার ১০৮টী মালা, চারিবার ঘুরাইয়া জপ শেষ করিলে চারিফেরা বা এক গ্রন্থ নাম জপ বলে। ১৭২৮ × ৪ = ৬৯১২ ছয় হাজার, নয়শত, বার নাম, ইহাকে এক গ্রন্থ নাম, জপ করা হইল বলে। এই এক গ্রন্থ নাম চারিবার ঘুরাইয়া জপ করিলে ৬৯১২ × ৪ = ২৭৬৪৮ সাতাইশ হাজার, ছয় শত, আটচল্লিশ নাম, ইহাকে চারি গ্রন্থ বা একপোয়া লক্ষ নাম হইল বলে। ২৭৬৪৮ × ২ = ৫৫২৯৬ পঞ্চান্ন হাজার, তুইশত, ছিয়ানব্বই নাম। অর্দ্ধ লক্ষ, বা আট গ্রন্থ নাম জপ হইল।

৫৫২৯৬ + ২৭৬৪৮ = ৮২৯৩৪ বিরাশী হাজার, নয়শত, চৌচল্লিশ নাম। বার গ্রন্থ বা তিন পোয়া লক্ষ। ৮২৯৪৪ + ২৭৬৪৮ = ১১০৫৯২। একলক্ষ, দশ হাজার, পাঁচশত, বিরানব্বই নাম হইল। এইপ্রকার (১৬) ষোল গ্রন্থ। এক লক্ষ নাম। ৬৯১২ × ১৬ = ১১০৫৯২। এবং চৌষট্টী ফেরা। এক লক্ষ নাম। ১৭২৮ × ৬৪ =

```
  ১৭২৮
    ৬৪
 ------
  ৬৯১২
 ১০৩৬৮
 ------
১১০৫৯২
```

এক লক্ষ, দশ হাজার, পাঁচ শত, বিরানব্বই নাম। ইহাকেই এক লক্ষ নাম জপ করা বলে।

দশ হাজার, পাঁচশত, বিরানব্বই নাম অধিক হইল, ভাল যদি ভুলবশতঃ কিছু কম জপ করা হয়, তবে কিছু বেশী থাকাই বৈষ্ণব সদাচার।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সেবা অর্থাৎ ভোগ রাগ করাইবার জন্য সব ভক্তবৃন্দ ব্যস্ত হইতেন। ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদেশ করেন তোমরা লক্ষপতি হও। যে লক্ষপতি হইবে, বিনা নিমন্ত্রণেই আমি তাহার গৃহে যাইয়া ভোজন করিব। এক লক্ষ নাম গ্রহণ করিলেই আমার নিমন্ত্রণ করা হইল। লক্ষপতি কথার অর্থ। এক লক্ষ নাম গ্রহণ কর। যে ভক্ত এক লক্ষ সংখ্যা নাম জপ করেন, অন্তর্য্যামি দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্তোষপূর্ব্বক তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গিকার করিয়া, তাহারগৃহে যাইয়া ভোজন করেন। এমন দয়াল প্রভু স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তরূপ আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন। সর্ব্বজীবকে পাকে প্রকারে ভজন করানই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। এখন বলা হইতেছে, প্রত্যেক ভক্তই অন্যের অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন মালা ব্রহ্মগ্রন্থি দ্বারা গাঁথিয়া লইতে শিক্ষা রাখিবেন। এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গলদানী (গলায় রাখা) কাপড়ের মালার ঝুলা প্রস্তত করিয়া শ্রীহরিনাম জপের মালা ঐ কাপড়ের ঝুলার ভিতরে রাখিয়া জপ করিবেন।

৪। শ্রীএকাদশীব্রত (শ্রীহরিবাসর ব্রত) নিয়মপালন সমর্থ হইলে নিরম্বু। তদ্ অভাবে জল, দুগ্ধ, ফল, মূল ইত্যাদি ভোগ দর্শন করিবেন।

৫। প্রসাদ দর্শন—আতপ অন্ন কিংবা ময়দা, ফল, মূল, খৈ, সৈন্ধব লবণ, গব্য দুগ্ধ, গব্য ঘৃত ইত্যাদি বিশুদ্ধ দ্রব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ দর্শন করিবেন। এই সমস্ত বিধি পূর্ব্বক ভজন করিয়া, ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাগের ভজন অর্থাৎ অনুরাগ পূর্ব্বক, অত্যধিক শ্রদ্ধার সহিত, মনে মনে গোপীভাব অর্থাৎ সখীভাব ধারণ করিয়া শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে (অনুগত হইয়া) শ্রীগুরু প্রণালী অনুসারে শ্রীগুরু রূপা সখী, শ্রীপরম গুরু রূপা সখী, শ্রীপরমেষ্ঠি গুরু রূপাসখী শ্রীপারাৎপর গুরু রূপাসখী, এইরূপ উপরিস্থিত, উপর্য্যোপরিস্থিত সব সখীগণের অনুগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ‘যুগল বিলাস’ শ্রীশ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়া লীলা স্মরণ ভজন করার নাম রাগের ভজন।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী পাদকৃত—স্মরণ মঙ্গল শ্লোকে বলিয়াছেন।

মানসী মস্য সেবাং ভাব্যাং রাগাদ্ধ পান্থৈ

অনুবাদ—শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের সেবা রাগমার্গের পথিক বর্গ মানসসেবা অর্থাৎ শ্রীহরিনাম মালা জপের সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ সেবা ভজনা করেন। এই পর্য্যন্ত রাগের ভজন পথ ৪৮ পয়ারের ব্যাখ্যা হইল।

রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত
মূখ্য সখী করিব গণন।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা, চম্পকলতা
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন।। ৪৯।।
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্ম সখীগণ।
রাধিকার সহচরী প্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম ধরি
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৫০ ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী সার শ্রীরতি মঞ্জরী আর
অনঙ্গ মঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে কস্তুরিকা আদি রঙ্গে
প্রেম সেবা করি কুতুহলী ॥ ৫১॥
এ সব অনুগা হইয়া প্রেম সেবা নব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখী মাঝ ॥ ৫২ ॥

বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রস সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে।। ৫৩।।
যুগল চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ দেহে পাব তাহা
রাগ পথের এই সে উপায়।। ৫৪।।
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ দেহে তাহা পাই
পক্কা পক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন গতি
ভকতি লক্ষণ তত্ত্ব সার।। ৫৫।।

নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে লিখিবে তাতে
তবহি পুরব অভিলাষ।। ৫৬।।
রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান স্বপনে না বল আন
প্রেম বিনা আন নাহি চাউ।
যুগল কিশোর প্রেম যেন লক্ষবাণ হেম
আরতি পিরিতি রসে ধ্যাউ।। ৭৮।।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান এই সে পরম ধ্যান
আর না করিহ পরমাণ।। ৭২

লক্ষবাণ হেম শব্দের অর্থ স্বর্ণকে দশবার পুড়াইলে (অগ্নিতে দগ্ধ করিলে) এক বাণ বলে। এইরূপ এক লক্ষ বাণ হইতেও উজ্জ্বল।

(শ্রীরাধারাণীর তত্ত্ব বর্ণন।)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আদি লীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

১। দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার।। ৩৮।।
২। নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে।। ৩৯।।
৩। তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।। ৪০।।
৪। অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।। ৪১।।
৫। পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।। ৪২।।
৬। ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।। ৪৩।।
৭। প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী রস আস্বাদনের কারণ।। ৪৪।।
৮। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
১। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।। ৪৯।।

২। সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি।। ৫০।।
৩। ইথি লাগি আগে কহি তাঁহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন।। ৫১।।
৪। রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।। ৫২।।
৫। হ্লাদিনী কবায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।। ৫৩।
৬। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।। ৫৪।।
৭। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ-যারে জ্ঞান করি মানি।। ৫৫।।
৮। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।। ৫৬।।
৯। মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।। ৫৭।।
১০। কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক-সব তাঁর পরিবার।। ৫৮।।

১১। হ্লাদিনীর সার-প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ ৫৯ ॥

১২। মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব গুণ খনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥ ৬০ ॥

(শ্রীরাধারাণীর তত্ত্ব অর্থাৎ তিনি কে, তাঁহার উৎপত্তি কি প্রকার, তাঁহার কার্য্য কি, এই সব।)

(শ্রীরাধারাণীর মহিমা বর্ণন। অর্থাৎ, তাঁহার মাহাত্ম্য কি (প্রভাব কি) কোন গুণে সর্ব্ব গোপীগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অত্যধিক আনুগত্য করেন। এই সব বলা হইতেছে।)

১। কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৬১ ॥

২। কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ ৬২ ॥

৩। কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩ ॥

৪। ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৪ ॥

৫। অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৬৫ ॥

৬। বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি ॥ ৬৬ ॥

৭। লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭ ॥

৮। আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপতার রসের কারণ ॥ ৬৮ ॥

৯। বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৬৯ ॥

১০। তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥ ৭০ ॥

১১। গোবিন্দা নন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥ ৭১ ॥

১২। দেবী কহি দ্যোত মানা পরমা সুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৭২ ॥

১৩। 'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৭৩ ॥

১৪। কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৭৪ ॥

১৫। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৭৫ ॥

১৬। অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্ব পালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৭৬ ॥

১৭। সর্ব্ব লক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের তিহোঁ হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭ ॥

১৮। কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তি বর্য্য ॥ ৭৮

১৯। সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হইতে ॥ ৭৯ ॥

২০। কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৮০ ॥

২১। রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৮১ ॥

২২। জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৮২ ॥

২৩। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান ॥ ৮৩ ॥

২৪। মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৮৪ ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস অস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৮৫ ॥

২৬। প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬ ॥

২৭। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বিচার ॥ ৮৭ ॥

১। পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়ো ধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশের অতি মর্ম্ম ॥ ৯৯ ॥

২। বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লৈয়া সখা বল ॥ ১০০ ॥

৩। রাধিকাদি লৈয়া কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১০১ ॥

৪। কৌমার বয়স কাম জগৎ সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২ ॥

৫। কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান।

৬। পূর্ণানন্দ ময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬ ॥

৭। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১০৭ ॥

৮। রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৮ ॥

৯। নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটী গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ॥ ১০৯ ॥

১০। আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥ ১১০ ।

১১। রাধা প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১১১ ॥

১২। যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥ ১১২ ॥

১৩। যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ ১১৩ ॥

১৪। সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১১৪ ॥

১৫। বিষয় জাতিয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটী গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১১৫ ॥

১৬। আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ ১১৬ ॥

১৭। কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭ ॥

১৮। এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকী ॥ ১১৮ ॥

১৯। এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১১৯ ॥

২০। অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মাধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১২০ ॥

২১। এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১২১ ॥

২২। যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎ প্রেম দর্পণ।
তথাপি সচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১২২ ॥

২৩। আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১২৩ ॥

২৪। মন্মাধুর্য্য রাধা প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥ ১২৪ ॥

২৫। আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ১২৫ ॥

২৬। দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারী ॥ ১২৬ ॥

২৭। বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭

২৮। কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১২৮ ॥

২৯। শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১২৯ ॥

৩০। এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি-নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥ ১৩০ ॥

৩১। অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৩১ ॥

৩২। কোটী নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥ ১৩২ ॥

৩৩। কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাই আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥ ১৩৩ ॥

৩৪। অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪ ॥

৩৫। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫ ॥

৩৬। এইত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬ ॥

৩৭। অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭ ॥

৩৮। যেবা কেহো অন্য জানে সেহ তাহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম্ম যাঁতে ॥ ১৩৮ ॥

৩৯। গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯ ॥

৪০। কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪০ ॥

৪১। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ১৪১ ॥

৪২। কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥ ১৪২ ॥

৪৩। বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ ১৪৩ ॥

৪৪। দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন ॥ ১৪৪ ॥

৪৫। সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ ১৪৫ ॥

৪৬। ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬ ॥

৪৭। অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৪৭ ॥

৪৮। অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮ ॥

৪৯। আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৪৯ ॥

৫০। কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০ ॥

৫১। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে পুর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৫১ ॥

৫২। সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥ ১৫২ ॥

৫৩। তবে যে দেখিবে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সে হোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৩ ॥

৫৪। এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন ॥ ১৫৪ ॥

৫৫। এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দোহের মার্জ্জন ভূষণ ॥ ১৫৫ ॥

৫৬। আর এক অদ্ভূত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহায় প্রভাব ॥ ১৫৬ ॥

৫৭। গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটী গুণ ॥ ১৫৭ ॥

৫৮। গোপীকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৫৮ ॥

৫৯। তা সভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ ১৫৯ ॥

৬০। এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান।
গোপীকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০ ॥

৬১। গোপীকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৬১ ॥

৬২। আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
সেই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ ১৬২ ॥

৬৩। গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥ ১৬৩॥

৬৪। এই মত অন্যোন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি।
অন্যোন্যে বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪ ॥

৬৫। কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুণে।
তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৫ ॥

৬৬। অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ ১৬৬ ॥

৬৭। আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধ হীন ॥ ১৬৭ ॥

৬৮। গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাঢ়য়ে প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট ॥ ১৬৮ ॥

৬৯। প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৬৯ ॥

৭০। নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৭০ ॥

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

৭১। নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ১৭১ ॥
৭২। আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্ব সুখার্থ সাল্যোকাদি না করে গ্রহণে ॥ ১৭২ ॥
৭৩। কাম গন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীর প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ১৭৩ ॥
৭৪। কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপীকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ ১৭৪ ॥
৭৫। গোপীকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম সেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥ ১৭৫ ॥
৭৬। সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ১৭৬ ॥
৭৭। রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর গোপীগণ সব রসোপকরণ ॥ ১৭৭ ॥
৭৮। কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৭৮ ॥
৭৯। সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯ ॥
৮০। সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই হেতু মূল যে কারণ ॥ ১৮০ ॥
৮১। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১ ॥
৮২। সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে হৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২ ॥
৮৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩ ॥
৮৪। সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলি যুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ১৮৪ ॥
৮৫। অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫ ॥
৮৬। আর যত চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তি ভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ১৮৬ ॥
৮৭। ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাষ।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭ ॥
৮৮। এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥১৮৮ ॥
৮৯। অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ ১৮৯ ॥
৯০। হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ১৯০ ॥
৯১। এ সব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ১৯১ ॥
৯২। অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ১৯২ ॥
৯৩। যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই সুখ কিবা আছে ত্রিভুবনে ॥ ১৯৩ ॥
৯৪। অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তায় হউক চমৎকার ॥ ১৯৪ ॥
৯৫। কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ কহে মোরে ॥ ১৯৫ ॥
৯৬। আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন ॥ ১৯৬ ॥
৯৭। আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ১৯৭ ॥
৯৮। আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ১৯৮ ॥
৯৯। কোটী কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-সাম্য নাহি যার ॥ ১৯৯ ॥
১০০। মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২০০ ॥
১০১। মোর বংশী গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১ ॥
১০২। যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥ ২০২ ॥
১০৩। যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস মোরে করে বশ ॥ ২০৩ ॥
১০৪। যদ্যপি আমার স্পর্শে কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২০৪ ॥

১০৫। এই মত জগতের আমি সুখ হেতু ।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫ ॥

১০৬। এই মত অনুভব আমার প্রতীত ।
বিচারি দেখিয়ে যবে সব বিপরীত ॥ ২০৬ ॥

১০৭। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭ ॥

১০৮। পরস্পর বেণু গীতে হরষে চেতন ।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২০৮ ॥

১০৯। কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে ।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২০৯ ॥

১১০। অনুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥ ২১০ ॥

১১১। তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে ।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে ॥ ২১১ ॥

১১২। আমার সঙ্গমে রাধা পায় সে আনন্দ ।
শত মুখে কহি তবু নাহি পাই অন্ত ॥ ২১২ ॥

১১৩। লীলা-অন্তে সুখ ঞিহার যে অঙ্গ মাধুরী ।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরী ॥ ২১৩ ॥

১১৪। দুহাঁর যে সম রস ভরত মুনি মানে ।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২১৪ ॥

১১৫। অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই ।
তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকাই ॥ ২১৫ ॥

১১৬। তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস ।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৬ ॥

১১৭। আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৭ ॥

১১৮। নানা যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে ।
সেই মুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে ॥ ২১৮ ॥

১১৯। রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ ২১৯ ॥

১২০। রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে ।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥ ২২০ ॥

১২১। এই তিন তৃষ্ণা মোর নাহল পূরণ ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২২১ ॥

১২২। রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে ।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২২২ ॥

১২৩। রাধা ভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২২৩ ॥

১২৪। সর্ব্ব ভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ।
হেন কালে আইল যুগাবতার সময় ॥ ২২৪ ॥

১২৫। সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ১২৫ ॥

১২৬। পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতরী ।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ ২২৬ ॥

১২৭। নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২২৭ ॥

১২৮। এইত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান ।
স্বরূপ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥ ২২৮ ॥

১২৯। এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ ।
শ্রীস্বরূপ গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥ ২২৯ ॥

১৩০। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস ॥ ২৩০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে—
চৈতন্যাবতার মূল প্রয়োজন কথনং নাম—
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যলীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

১। স্ব ধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়—বাহ্য।
২। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার—এহো বাহ্য।
৩। স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার—এহো বাহ্য।
৪। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার—এহো বাহ্য।
৫। জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার—এহো হয়।
৬। প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার—এহো হয়।
৭। দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার—এহো হয়।
৮। সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার—এহোত্তম।
৯। বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার—এহোত্তম।
১০। কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার—
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।

১। পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ৬৯

২। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৭০

৩। এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ৭১

১। যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজ দেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৭২

২। প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপাকরি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৭৩

৩। রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৭৪

৪। ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৭৫

৫। প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ ৭৬

৬। চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥৭৭

৭। রাধালাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ৭৮

৮। রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা প্রেমের উপমা ॥ ৭৯

৯। গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ৮০

১০। এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ৮১

১১। শতকোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ ॥ ৮২

১২। সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৮৩

১৩। ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৮৪

১৪। সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ৮৫

১৫। তাহা বিনু রাস লীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ৮৬

১৬। ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥ ৮৭

১৭। শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ ৮৮

১৮। প্রভু কহে যে লাগিয়া আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব রস বস্তু তত্ত্ব হইল জ্ঞানে॥ ৮৯

১৯। এইত জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥ ৯০

২০। কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্ব স্বরূপ॥ ৯১

২১। কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা ইহা কেহ নিরূপিতে নারে॥ ৯২

(শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ তত্ত্ব স্বরূপ॥ ইহাতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুই বলা হইয়াছে।)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

১। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥ ১০৬

২। অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥ ১০৭

৩। সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥ ১০৮

৪। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ ১০৯

৫। পুরুষ যোষিত কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথ মদন॥ ১১০

৬। নানা ভক্তের নানা মত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ ১১১

৭। শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তি বর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর॥ ১১২

৮। লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ১১৩

৯। আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ১১৪

১০। সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।

(শ্রীরাধারাণীর তত্ত্ব বর্ণন॥ ইহাতে শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য ও রূপ বর্ণনচ্ছলে মাধুর্য্য বলা হইয়াছে)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এবে সংক্ষেপে কহি রাধা তত্ত্ব রূপ॥ ১১৫

১। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥ ১১৬

২। অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥ ১১৭

৩। সৎচিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥ ১১৮

৪। আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥ ১১৯

৫। কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ ১২০

৬। সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ ১২১

৭। হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ ১২২

৮। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ ১২৩

৯। প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ ১২৪

১০। সেই মহাভাব হয় চিন্তামনি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥ ১২৫

১১। মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যার কায়ব্যূহ রূপ॥ ১২৬

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজনামৃত।

(শ্রীরাধার রূপ বর্ণন।)

১২। রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ ১২৭

১৩। কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১২৮

১৪। লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাড়ী পরিধান ॥ ১২৯

১৫। কৃষ্ণ অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৩০

১৬। সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন ॥ ১৩১

১৭। কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগ মদ ভর।
সেই মৃগ মদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ ১৩২

১৮। প্রচ্ছন্ন, মান, বাম্য, ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীর, ধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্ট বাস ॥ ১৩৩

১৯। রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জ্বল ॥ ১৩৪

২০। সুদ্দীপ্ত সাত্তিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥ ১৩৫

২১। কিল কিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্প মালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৩৬

২২। সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ১৩৭

২৩। মধ্য বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥ ১৩৮

২৪। নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥ ১৩৯

২৫। কৃষ্ণ নাম, গুণ, যশ, অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণ নাম, গুণ, যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১৪০

২৬। কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম ॥ ১৪১

২৭। কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ ১৪২

২৮। যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাই কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৪৩

২৯। যাঁর সৌন্দর্য্য গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৪৪

৩০। যাঁর সদ্ গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১৪৫

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস মহত্ত্ব।)

১। প্রভু কহে জানিল রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব ॥ ১৪৬

২। রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীরা যাঁহার চরিত ॥ ১৪৭

৩। রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥ ১৪৮

(সাধ্য-সাধন নির্ণয়।)

১। সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ১৫৮

২। রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥ ১৬২

(সাধন নির্ণয়।)

৩। সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ১৬৩

৪। সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ১৬৪

৫। সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তাহা করে অনুগতি ॥ ১৬৫

(সাধ্য নির্ণয়)

৬। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।। ১৭৬

১। সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ।। ১৭৭

২। রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।।

(ভজন প্রণালী)

১। অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার ।। ১৮৩

২। সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ।। ১৮৪

৩। গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ।। ১৮৫

৪। তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইলা ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।। ১৮৬

ভজন সিদ্ধান্ত সার নির্ণয়।

১। সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধা কৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী ।। ২০১

২। কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ নাম, গুণ লীলা প্রধান স্মরণ ।। ২০৬

৩। ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান সবার প্রধান ।। ২০৭

৪। সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাহা নিত্য লীলা রাস ।। ২০৮

৫। শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ণ ।। ২০৯

৬। উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ।। ২১০

৭। মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোহার স্থিতি।
স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি ।। ২১১

৮। অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ।। ২১২

৯। অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ।। ২১৩

(একান্ত ভজন নিষ্ঠা)

১। প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ।। ২১৫

২। মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ।। ২১৬

৩। স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্ট দেবে স্ফুর্ত্তী ।। ২১৭

৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহা প্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ।। ২১৮

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম।

১। ভীষ্মের আরাধ্যদেব মুনি জন গতি।
যোগীধ্যেয় পাদপদ্ম রাধিকার পতি ।।

২। রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জ বিহারী হরি নবঘন শ্যাম ।।

উল্লিখিত চারিটী পয়ারের ব্যাখ্যা—

ভীষ্মদেব— শ্রীকৃষ্ণকে আরাধ্য দেবতা বলিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজনা করেন।

মুণিগণ— শ্রীকৃষ্ণকে অন্তিমকালে মুক্তিদাতা বলিয়া জানেন।

যোগীগণ— শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করেন।

শ্রীরাধিকা—শ্রীকৃষ্ণকে পতি অর্থাৎ স্বামীরূপে মধুর ভাবে, ভজনা করেন।

তিনি— রসময়, সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ। রসিক নাগরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুপাম— উপমারহিত অর্থাৎ তাঁহার সমান কেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ— নিকুঞ্জ বিহারী হরি নবঘন শ্রীশ্যাম সুন্দরকেই স্বামীরূপে অর্থাৎ পতিরূপে ভজনা করেন।

শ্রীতুলসী আরতি দ্বারা আর একটী প্রমাণ হইতেছে।

১। নমঃ নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী ॥ ১

২। যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপাকরি কর তারে বৃন্দাবন বাসী ॥ ২ ॥

৩। এই মনের অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশী। ৩ ॥

৪। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর
কুঞ্জে একটী সেবা দিয়ে কর রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

ওগো বৃন্দে মহারাণী কুঞ্জে একটী সেবা বিনে
আর কিছুই চাইনাগো।
যুগল চরণ সেবা বিনে আর কিছুই চাইনাগো।
দীন কৃষ্ণ দাস কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসী॥

শ্রীবৃন্দাজী মহারাণীর চরণে প্রার্থনা করা হইতেছে ; হে শ্রীতুলসী মহারাণী দেবী তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া এবং ষোল ক্রোশ বৃন্দাবনে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়াদি করার—পালঙ্ক, পুষ্পশয্যা, তাম্বুল, কর্পূর, চন্দন, ইত্যাদি এবং বাল্যভোগের সুপক্ক, নানাবর্ণের সৌরভযুক্ত, অতি সুমিষ্ট আম, কাঁঠাল, লিচু, কদলী, সাপাট, দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি বনদেবীগণ দাসী সকলের দ্বারা আহরণ করিয়া থাক। এবং শীতকালে অগুরু কাষ্ঠের ধূয়া, গ্রীষ্মকালে চমরীমৃগের পুচ্ছ নির্ম্মিত শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চামর এবং অতি সৌগন্ধযুক্ত মৃগনাভি, অতি সুরঞ্জিত ময়ূর পুচ্ছের পাখা তাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম লিখা, এবম্বিধ নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা ও বসন্তকালে, কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি পক্ষী সকলের সুমধুর শব্দের দ্বারা শ্রীশ্রীযুগল কিশোরের আনন্দ বিধান কর। শ্রীবৃন্দাবনের হরিণাদি পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা সকলই তোমার বশীভূত তোমার আদেশমাত্র সকলেই আপন আপন দ্রব্যাদি শব্দাদি দ্বারা বিচিত্র ভাবে নব যুব যুগলের সন্তোষ বিধান করে।

ময়ূর পুচ্ছের চূড়া ও নানাবর্ণের অতি সৌগন্ধযুক্ত পুষ্প মালা দ্বারা উভয়কে পরমানন্দিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়াছ।

হে শ্রীতুলসী মহারাণী দেবী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাইব বলিয়া মনে কামনা করিতেছি। যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তার মনোবাসনা পূর্ণ কর। কৃপা করিয়া তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে বাসস্থান দেও। আমার মনের ইচ্ছা, বিলাস কুঞ্জে আমাকে বাসস্থান দান কর। তাহা হইলে নয়নে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ মাধুরী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।

হে শ্রীবৃন্দাজী মহারাণী তোমার চরণে জানাইতেছি, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শ্রীললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের অনুগত করিয়া দেও। এবং কুঞ্জে একটী সেবা দান করিয়া, আমাকে শ্রীরাধারাণীর দাসীরূপে নিযুক্ত কর। ওগো বৃন্দে মহারাণী কুঞ্জে একটী সেবা বিনা আর কিছুই চাই না গো। যুগল চরণ সেবা বিনা আর কিছুই চাই না গো। এই সমস্ত প্রমাণে দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীনিকুঞ্জ ক্রীড়া সেবা প্রার্থনা করা হইতেছে। কুঞ্জে একটী সেবা বিনে আর কিছুই চাই না গো ইহা দ্বারা বুঝা গেল, গোচারণ, উত্তর গোষ্ঠ ইত্যাদি কুঞ্জের বাহিরের সেবা নিষেধ হইল।

১। জান রাধা কৃষ্ণ লীলা স্মরণের বাদী।
উচ্চ সংকীর্ত্তন আর মহোৎসব আদি ।। ১

২। এক বৎসর উচ্চ কীর্ত্তন মহোৎসবে।
পাঁচ বৎসর লীলা স্মরণ না হইবে ।। ২

৩। প্রতি বৎসর উচ্চ কীর্ত্তন মহোৎসবে।
লীলী স্মরণ করিতে ভাল না পারিবে ।। ৩

ইতি। সপ্তম সোপান। সমাপ্ত।

৮। অষ্টম সোপান। (জজ ভক্ত)

১। অষ্টম সোপান যখন হইল প্রাপ্ত।
স্মরণ ভজন শিক্ষায় হইল ব্যস্ত ।। ১

২। বস সুখাসন অথবা সস্তিকাসন।
একটী আসনের দুটী নাম জান ।। ২

৩। সুখাসনে বসিয়া মন স্থির করিবে।
নাম মালা জপের সঙ্গে ভজন হবে ।। ৩

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। ৮ম পরিচ্ছেদ।

১। অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ;
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ।। ১

২। সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ।। ২

তাহাই সেবন, কাহাই সেবন—

অর্থাৎ কোন স্থানে সেবন শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল বিলাস সেবাদ্বারা তাঁহাদিগকে সুখী করা এবং নিজেও মঞ্জরী ভাবে রূপ-গুণ-লীলা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করা।

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অতি নিগূঢ় রস আস্বাদনের জন্য একটী কথা পুনঃ পুনঃ অর্থ করিয়া বলা হইতেছে, ইহাকে চর্ব্বিত চর্ব্বন বলে।

শ্রীশ্রী শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ কৃত শ্রীশ্রীনিকুঞ্জ রহস্য স্তব। ১৩ ত্রয়োদশ শ্লোক।

১। সুরত রস মদান্ধৌ সন্ততং সন্তরন্তৌ। মণিকনক বিভুষোৎসার ভাস্বৎ পরাঙ্গৌ।
ত্রুটিত বলয় কাঞ্চীদাম হারাবলীকৌ ।। স্মর নিভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ ।। ১

বঙ্গানুবাদ— শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী পাদ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের নিকুঞ্জ মন্দিরে বিলাস লীলা দর্শন ও সেবা করিতেছেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সুরত রস সমুদ্রে সর্ব্বদা নিরন্তর সাতার দিতেছেন। জল সমুদ্রে সাতার দিতে হইলে যেমন সর্ব্বদা হাত, পা নাড়াইতে হয় তদ্রূপ। সম্প্রয়োগ বেগাধিক্যে হস্তের বলয়, কাঞ্চীদাম (মেখলা বন্ধন কিংবা ক্ষুদ্র ন্টিকা সমূহ) এবং নানাবিধ মণি, মুক্তা রচিত হার

সমুদয় ও অন্যান্য শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণ ও বহু প্রকার মণিদ্বারা বিভূষিত অলঙ্কার সমূহ উৎসার অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়াতে পরাঙ্গৌ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সকল, ভাস্বৎ অর্থ অত্যধিক দীপ্তিমান চাকচিক্য বিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইতেছে।

ধন্য, ধন্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জ সেবায় ধন্য। হে মন অতি নির্জ্জন নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের রূপ-গুন-লীলা স্মরণ কর।

১। মা যশোদা ক্ষীর, ছানা, মাখন, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, প্রভৃতি সুখাদ্য এবং নানাবিধ উত্তমোত্তম বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিলে, মাতার অতি প্রিয় সেবা দ্বারা শ্রীবালগোপাল সন্তোষ লাভ করিলে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের যেরূপ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।

২। শ্রীদাম সুদামাদি সখাগণ বন্য ভোজনে, অর্দ্ধ ফল ভোজন করিয়া যেইটী অতি সুমিষ্ট হয় সেইটী লালা সহ অর্দ্ধ ফল শ্রীপৌগণ্ড গোপালের মুখে দিয়া বলে দেখ ভাই এইটী কেমন সুমিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ অন্তরঙ্গ 'সেবা দ্বারা আনন্দলাভ করিলে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি যেরূপ উজ্জ্বল হয়।

৩। কারণ যিনি যত অধিক সন্তোষ থাকেন তাঁহার রূপ ততই অধিক উজ্জ্বল হয়। যেমন একটী রূপবান বা রূপবতী লোক পুত্রশোক কিংবা পিতৃশোকে ক্রন্দন করিতেছে, সেই সময় তাহার রূপ মলিন থাকে, আর তাহারা যতই আনন্দ অবস্থায় থাকে, ততই অধিক উজ্জ্বল রূপ দেখা যায়।

৪। একটী কুরূপা স্ত্রীলোককে স্বর্ণ ও নানা প্রকার মণি নির্ম্মিত বহু অলঙ্কারে সজ্জিত করিলে তাহাকে অলঙ্কারের উজ্জ্বলতায় অধিক রূপবতী বলিয়া জ্ঞান হয়।

৫। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দর স্বাভাবিক সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খনি। কোনও দ্রব্যাদি বা কোনও দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা করা হইতে পারে না। বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাদের অত্যধিক উজ্জ্বল রূপ ঢাকিয়া যায়। কেবল বস্ত্রালঙ্কারের গৌরব দেখান মাত্র।

৬। মধুর রসের মাধুর্য্য প্রভাব এতই আনন্দপ্রদ যে মা যশোদারাণী বাৎসল্য সেবাদ্বারা ও সখাগণ সখ্য ভাবের সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যতই আনন্দ প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণ ততই উৎকণ্ঠিত-অবস্থায় কখন শ্রীরাধা সঙ্গে নিকুঞ্জে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এই জন্য ব্যস্ত থাকেন।

৭। উল্লিখিত ছয়টী কারণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল যে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর আজ মন মত অন্তরঙ্গ লীলানন্দে বিভোর হইয়া জঞ্জাল যুক্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি উন্মুক্ত হইয়া যাওয়ায় অত্যধিক আনন্দে নব যুব যুগলের অধিকতম রূপ-গুন-লীলা দর্শন সেবা হইল। তাহাই সেবন অর্থাৎ সিদ্ধ দেহে সখীভাবে নিকুঞ্জে সেবা প্রাপ্তি হেতু এই অত্যাশ্চর্য্য রূপ-গুন-লীলা দর্শন সেবা করিয়া মানব জীবন ধন্যাতিধন্য হইল। ইহা অন্তরঙ্গ রসিক ভক্তগণই ধারণা করিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে দুর্গম (দুর্ব্বোধ্য) হইবে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

১। এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে ইহার কেহ অন্ত নাহি পায়॥

২। অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক জন না বুঝিবে মূঢ়॥

সপ্তম সোপানে রাগের ভজন অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ভজন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব, রূপ-গুণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, অধিক দেখিয়া, ভজন শিক্ষার্থী ভক্তগণ ভয় করিবেন না। শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ সমূদয় কি করিয়া পাঠ, অভ্যাস, দর্শন, শ্রবণ করেন। সেই সকল গ্রন্থের তুলনায় সপ্তম সোপানে অতি অল্পই বলা হইয়াছে। শ্রীগোস্বামী মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন পরায়ণ ভক্তগণ অতি শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন ও আগ্রহপূর্ব্বক উল্লাসের সহিত সপ্তম সোপান শিক্ষা করিবেন। ইহাই ভজনের মূল ভিত্তি, পরে দেওয়াল, ছাদ, দুতালা, তেতালা প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। ষষ্ঠ সোপানে ২। শিক্ষা ও ভজন বলা হইয়াছে। এই সপ্তম সোপান শিক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ভজন লাগাইতে হইবে। আলস্য করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। কাল দোষ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তথাপি উৎকট আসন নহে, সুখাসনে বসিয়া মনস্থির করিয়া, উত্তম সময় শেষ রাত্রে আসনে বসিয়া বেলা আটটা পর্য্যন্ত ভজন অভ্যাস করিবেন। এবং সন্ধ্যা-পরে রাত্রিকালে দুই ঘণ্টা আসনে বসিয়া ভজন অভ্যাস করিবেন।

ভজন দৃঢ়তার জন্য পুনশ্চ বলা হইতেছে—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ কর।

শ্রীচৈঃ চঃ শ্রীসনাতন শিক্ষা।

১। সিদ্ধান্ত শুনিতে তুমি না কর অলস। সিদ্ধান্ত শুনিয়া কর বিশুদ্ধ মানস॥ ১॥

এই অষ্টম সোপানের প্রথম ভাগে, "তাহাই সেবন" শ্রীরাধাকুঞ্জ তীরে শ্রীনিকুঞ্জ মন্দিরে সেবন বলা হইয়াছে। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসের যত স্থান আছে তাহার মধ্যে ব্রজের মুকুট মণি স্থান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্য গ্রন্থে সপ্তম সর্গে শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণনা বিস্তার ভাবে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। শ্রীজীব শিক্ষার্থ শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামী পাদকৃত উপদেশামৃত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ সূত্ররূপে বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহুস্থানে শ্লোক দেওয়া হয় নাই। কারণ শ্লোক বঙ্গানুবাদ সহ প্রত্যেক স্থানে লিখিতে হইলে গ্রন্থ বহু বিস্তৃত হইয়া যায়।

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য লীলা। ১৮ পরিচ্ছেদ। রাধাকুণ্ড বর্ণনা।

১। আরিটে রাধাকুণ্ড বার্ত্তা পুছে লোক স্থানে।
কেহ নাহি জানে সঙ্গের ব্রাহ্মণও না জানে॥ ১॥

২। তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥ ২॥

৩। দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥ ৩॥

৪। সর্ব্বগোপী হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী॥ ৪॥

৫। কুণ্ডের মধুরিমা যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥ ৫॥

৬। সেই কুণ্ডে নিত্যকৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জল কেলি করে, তীরে রাসরঙ্গে॥ ৬॥

৭। সেই কুণ্ডে যে একবার করে স্নান।
তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥ ৭॥

৮। কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥ ৮॥

শ্রীউপদেশামৃত।

১। মধুপুরী হয় শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ হইতে।
তাতে বৃন্দাবন ধন্য রাসোৎসব যাতে ॥ ১ ॥

২। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন গোবর্দ্ধন গিরি।
ধারণ করিলা যাকে শ্রীহস্তে শ্রীহরি ॥ ২ ॥

৩। তার মধ্যে রাধিকার কুণ্ড শ্রেষ্ঠ মানি।
কুণ্ড তটে বিরাজমান সদা আছেন যিনি।। ৩ ॥

আমাদের শিরোমণি শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ চৌরাশী ক্রোশের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাকুঞ্জ আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেন। অন্য কোনও স্থানে গমন করিতেন না। শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে তাঁহার শ্রীরাধাগিরিধারী সেবা বর্ত্তমান আছেন। এবং তাঁহার ভজন কুটীর বিদ্যমান আছেন। তাঁহার ভজন কুটীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদের ভজনকুটীর বর্ত্তমান আছেন।

কুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্টসখীর কুঞ্জ আছেন। এবং তাঁহার চারিদিকে উপদলে সব সখী মঞ্জরীদিগের কুঞ্জ আছেন। এতাদৃশ অত্যুত্তম স্থান আশ্রয় করিয়া ভজন করা সর্ব্বোত্তম বিধি বলা হইল।

ইতি অষ্টম সোপান সমাপ্ত ॥

৯। নবম সোপান। (হাইকোর্ট জজ ভক্ত)

১। নবম সোপানে বসে হইল সন্তুষ্ট।
যুগল রূপ গুণ শিক্ষা করিল শিষ্ট ॥ ১ ॥

২। শ্রীনাম জপের সঙ্গে, মনে নাহি অন্য।
রূপ-গুণ স্মরণে জীবন হল ধন্য ॥ ২ ॥

নবম সোপানে বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ-গুণ সুশিক্ষা করিয়া ভক্ত শান্ত ভাব ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল। এবং শ্রীনাম মালা জপকালে মনে অন্য চিন্তা না করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ-গুণ স্মরণ করিয়া বহু দিনের পিপাসিত প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইল। ইতি

নবম সোপান সম্পূর্ণ ॥

১০। দশম সোপান। (মন্ত্রী ভক্ত)

১। দশম সোপানে উন্নত হইল প্রাজ্ঞ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সুশিক্ষা করিল বিজ্ঞ ॥ ১ ॥

২। যুগল বিলাস স্মরণে হল আশক্তি।
শ্রীনাম মালা জপের সঙ্গে বৃদ্ধি ভক্তি ॥ ২ ॥

৩। লীলা স্মরণ ভজন আরম্ভ হইল।
ইহারই নাম প্রথম লক্ষণ বল ॥ ৩ ॥

৪। ভক্ত স্মরণ পাঁচ প্রকার জ্ঞাত হবে।
চতুর্দ্দশ সোপানে ভাল বলা হইবে ॥ ৪ ॥

ইতি দশম সোপান সমাপ্ত ॥

দশম সোপান হইতে—চতুর্দ্দশ সোপান পর্য্যন্ত সূচী।

১। দশম সোপানে স্মরণ লক্ষণ প্রাপ্ত।
একাদশ সোপানে হল ধ্যান সমাপ্ত ॥ ১ ॥

২। দ্বাদশ সোপানে হইল ধারণা মতি।
ত্রয়োদশ সোপানে হল ধ্রুবানু স্মৃতি ॥ ২ ॥

৩। চতুর্দ্দশ সোপানে ভজনের সমাধি।
গ্রন্থ দেখে বুঝে ভজ যত ভক্ত সুধী ॥ ৩ ॥

১১। একাদশ সোপান। (প্রধান মন্ত্রী ভক্ত)

১। একাদশ সোপানে উঠে হল আনন্দ।
হবিষ্যান্ন ব্রত চালাইল ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

২। স্মরণের দ্বিতীয় অবস্থায় উঠিল।
বর্ত্তমানে ধ্যান অবস্থা প্রাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

অথ ক্ষারাঃ।

১। তিল মুদ্গাদৃতে শস্যং শস্য গোধূম কোদ্রবাঃ।
চণকং দেবধান্যঞ্চ এব ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ— তিল, মুদ্গ ভিন্ন, শমীধান্য, গোধুম, কোদ্রব (কোদো ধান), চণকং (বোট), এবং দেব ধান্য (দে ধান) এই সকল ক্ষার বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।

অথ ক্ষারাঃ বৈশ্যবর্গ॥ (অমরকোষঃ)

মাষাদয়ঃ শমীধান্যে শুক ধান্যে যবাদয়ঃ॥ ১॥
শালয় কলমাদ্যাশ্চ ষষ্টিকাদ্যাশ্চ পুংস্যমী॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ— মাষাদি শব্দে শমীধান্য, যবাদি শব্দে শূকধান্য এবং কলমাদ্য ও ষষ্টিকা শব্দে শালিধান্য বুঝায়।

মাষাদি পুং লিঙ্গ। মাষ আদিতে ইহার। মাষ, মুদ্গ, রাজমাষ, কুলত্থ (মটক) ইত্যাদি, চণক (বুট), তিল, তুবর প্রভৃতি যে সব শস্য শীমের (ছড়ার) মধ্যে জন্মে তাহাকেই শমীধান্য বলে। যেমন মাষের এক একটী ছড়া হয়, তাহার ভিতরে বীজরূপে শস্য থাকে। আমরা যে সকল ডাইলরূপে ব্যবহার করি সেই সবই শমীধান্য মধ্যে গণ্য।

অথ হবিষ্যাণি।

১। হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
কলায় কঙ্কু নীবারা বাস্তকং হিলমোচিকা॥ ১॥

২। ষষ্টিকা কাল শাকঞ্চ মূলকং কেমু কেতরেৎ।
কন্দং সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী। ২॥

৩। পয়োঽনুদ্ধৃত সারঞ্চ পনসাম্রে হরিতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী॥ ৩॥

৪। কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য গুড় মৈক্ষবম্।
অতৈল পক্কং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ— অথ হবিষ্য—

হেমন্ত কালোৎপন্ন যাহা স্বিন্ন অর্থাৎ, সিদ্ধ করা নয় এমৎ শুক্ল বর্ণ ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর), কঙ্কু (কাওন), নীবার (উড়ীধান্য), বাস্তূক (বেতুয়া শাক), হিলমোচিকা (হেলাঞ্চা শাক), ষষ্টিকা (ধান্যবিশেষ অথবা শাক বিশেষ), কালশাক (কালকাসন্দা শাক), কেমুক অর্থাৎ (কেঁয়ূভিন্ন মূলক), কন্দ (মূলবিশেষ), সৈন্ধব লবণ, সামুদ্রিক লবণ, গব্যের মধ্যে দধি, যাহার নবনী উদ্ধৃত করা হয় নাই এমত দুগ্ধ, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক (সাদাজিরা), নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা লেবু), তিন্তিড়ী (তেঁতুল), কদলী (কলা), লবলী (ফল বিশেষ), ধাত্রী (আম্‌লা বা আমলকী), প্রভৃতি ফল, গুড় ভিন্ন ইক্ষুর বিকার অর্থাৎ গুড় গরম করিয়া কিংবা জালদিয়া লইবে। এবং অতৈল পক্ক অর্থাৎ তৈল দ্বারা পাক করা হয় নাই (ঘৃতপক্ক) মুনিগণ এই সকলকে হবিষ্য বলিয়াছেন।

১। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে উৎপন্ন অর্থাৎ শালি ধান্যের শ্বেত বর্ণ আতপ চাউল।

২। মুগ। ৪। তিল। ৬। কাওন। ৮। বেতুয়া শাক।
৩। যব। ৫। মটর। ৭। উড়ীধান্য। ৯। হেলেঞ্চা শাক।

১০। ষষ্টিকা ধান্য।
১১। ষষ্টিকা শাক।
১২। কালকাসন্দা শাক।
১৩। কেঁয়ু বাদ দিয়া অন্য মূল দ্রব্য অর্থাৎ শেকর গঞ্জ আলু (লাল ও সাদা)
১৪। কচু ও মানকচু।
১৫। সরবতী আলু।
১৬। গোল আলু। ইত্যাদি মূল দ্রব্য।
১৭। কন্দমূল।
১৮। সৈন্ধব লবণ।
১৯। যাহার নবনী উদ্ধৃত হয় নাই এমত গব্য দধি।
২০। এমত গব্য দুগ্ধ যাহার সর তোলা হয় নাই।
২১। গব্য ঘৃত।
২২। কাঁটাল।
২৩। আম্র।
২৪। হরিতকী।
২৫। পিপ্পলী।
২৬। সাদা জিরা।
২৭। কমলালেবু।
২৮। তেঁতুল।
২৯। কলা (পাকা ও কাচা)
৩০। লবলী ফল।
৩১। আমলকী বা আমূলা।
৩২। কাঁচা গুড় গরম করিবে
৩৩। অতৈল পক্ক অর্থাৎ ঘৃতপক্ক।

প্রাচীন মুনিগণ উল্লিখিত তেত্রিশ সংখ্যা খাদ্যদ্রব্য সমূহকে হবিষ্য বলিয়াছেন।

ইদানীং পণ্ডিতগণ—

১। নোড় ফল।
২। আতা।
৩। পেপে।
৪। খরমুজ।
৫। ডাব বা নারিকেল।
৬। ফুট।
৭। বাদাম।
৮। ডালিম।
৯। কিস্‌মিস্।
১০। খর্জ্জুর।
১১। আঙ্গুর।

উল্লিখিত এগারটী প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয়কে দেশভেদে লৌকিকাচার মতে হবিষ্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।

ইতি। একাদশ সোপান সমাপ্ত।

১২। দ্বাদশ সোপান। (রাজা ভক্ত)

১। দ্বাদশ সোপানে বৃদ্ধি হল ভজনাঙ্গ।
নক্তব্রত ধরিল যত ভক্ত সৎসঙ্গ ॥ ১ ॥

২। দিনান্তে সন্ধ্যা পরে রাত্রিকালে ভোজন।
ইহা দ্বারা জানিবে নক্তব্রত লক্ষণ ॥ ২ ॥

৩। স্মরণকালে তৃতীয় অবস্থা ধারণা।
ভক্তদের পূর্ণ হইল মন কামনা ॥ ৩ ॥

৪। লীলা স্মরণ শিক্ষা ভাল স্ফূর্ত্তী হইল।
শ্রীগুরু মঞ্জরী সঙ্গে নিকুঞ্জ দেখিল ॥ ৪ ॥

ইতি। দ্বাদশ সোপান সমাপ্ত।

১৩। ত্রয়োদশ সোপান (মহারাজ ভক্ত)

১। ত্রয়োদশ সোপানে বৃদ্ধি প্রেম তরঙ্গ।
মৌনব্রত চালাইল ভক্ত অন্তরঙ্গ ॥ ১ ॥

২। অন্যত্যাজি ভক্তগণের লীলা প্রসঙ্গ।
ভাবিতে চিন্তিতে দিবা রাত্রি হল সাঙ্গ ॥ ২ ॥

৩। স্মরণ চতুর্থ অবস্থা ধ্রুবানু স্মৃতি।
স্মরণ ভজনে ভক্তের হল সদ্গতি ॥ ৩ ॥

৪। দেখ স্ফূর্ত্তী হইল কুঞ্জক্রীড়া তরঙ্গে।
আনন্দে পুলক, কম্প, অশ্রু, সঙ্গে সঙ্গে ॥৪॥

৫। তখন কুঞ্জে সঙ্গে দেখিল সখীবৃন্দ।
ভক্তের বাড়িয়া উঠিল পরমানন্দ ॥

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

১। একাদশ সোপানে হবিষ্যান্ন। ২। দ্বাদশ সোপানে নক্ত। ৩। ত্রয়োদশ সোপানে মৌন। এই তিনটী বিধিভক্তি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ কালে ক্রমে ক্রমে যত বাড়াইবে লীলা স্মরণ ততই সুলভ হইবে। ইতি। ত্রয়োদশ সোপান। সম্পূর্ণ॥

১৪। চতুর্দ্দশ সোপান। (সিদ্ধ ভক্ত)

১। স্মরণ ভজন হয় পাঁচটী তরঙ্গ।
ভক্ত সকলের বাড়িল পরম রঙ্গ॥ ১॥

২। স্মরণ (১), ধ্যান (২), ধারণা (৩), ধ্রুবানুস্মৃতি (৪)
সমাধি (৫), এই পাঁচটী লক্ষণ সমাপ্তি॥ ২॥

৩। শ্রীগুরু পাশে স্মরণ ভজন পদ্ধতি।
শিক্ষা করিতে লাগিল করি অতি ভক্তি॥ ৩॥

১। স্মরণ।

১। রূপ-গুণ-লীলা চিন্তা করিতে লাগিল।
ইহারই নাম স্মরণ বলা হইল॥ ১॥

১। ইহাকেই বাহ্য দশা বলে।

২। ধ্যান।

২। রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল চিহ্ন।
বিশেষ মনোনিবেশ করে ধ্যান অন্য॥ ২॥

৩। ধারণা।

৩। ভক্ত ধারণা তরঙ্গে ডুবিল যখন।
রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তী হইল তখন॥ ৩॥

২। ইহাকে অর্দ্ধ বাহ্য দশা বলে।

৪। ধ্রুবানুস্মৃতি।

৪। ধ্রুবানুস্মৃতি তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল।
ভক্ত রূপ-গুণ-লীলা দর্শন করিল॥ ৪॥

৫। সমাধি।

৫। দেখ সমাধি তরঙ্গ আসিল যখন।
ভক্ত অন্তর্দ্দশায় ডুবে গেল তখন॥
বাহ্য স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।
গোপীভাবে সাক্ষাৎ দর্শন সেবা করিল॥ ৫॥

৩। ইহারই নাম অন্তর্দ্দশা।

অন্তর্দ্দশা বলি শুন হইয়া একান্ত।
এই সমাধি অবস্থার দুটী দৃষ্টান্ত॥

১। প্রথম দৃষ্টান্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনটী ভাবে থাকিতেন।

১। শ্রীকৃষ্ণভাব। ২। শ্রীরাধাভাব। ৩। ভক্তভাব।

এখন ভক্তভাব অর্থাৎ মঞ্জরী ভাবের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। অন্ত্যলীলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১। এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ ৭৫॥

২। লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি চূড়ামণি॥ ৭৬॥

৩। শাস্ত্র লোকাতীত যেই সেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥ ৭৭॥

৪। রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ ৭৮॥

৫। একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥ ৭৯॥

৬। গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥ ৮০॥

তথাহি শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে একোবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপী বাক্যম্।

হন্তায় মদ্রিরবলা হরিদাস বর্য্যো,
যদ্রাম কৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গো গণয়ো স্তয়োর্যৎ,
পানীয় সু যব স কন্দর কন্দ মূলৈঃ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ— অর্থাৎ হে অবলাগণ যে হেতু এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শজনিত আনন্দে পানীয়, উত্তম তৃণদল, কন্দর, কন্দমূল প্রভৃতি দ্বারা গো গোপাল সহিত তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতেছেন, সুতরাং ইহা (এই গোবর্দ্ধন গিরি) হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭। এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ু বেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে॥ ৮১॥

৮। ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥ ৮২॥

৯। স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই লীলাই পণ্ডিত শঙ্কর। ৮৩॥

১০। পুরী ভারতি গোসাই আইলা সিন্ধু তীরে।
ভগবান আচার্য্য খঞ্জ চলে ধীরে ধীরে॥ ৮৪॥

১১। প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ু গতি।
স্তম্ভ ভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি॥ ৮৫॥

১২। প্রতি রোম কূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥ ৮৬॥

১৩। প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥ ৮৭॥

১৪। দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার॥ ৮৮॥

১৫। বৈবর্ণ শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥ ৮৯॥

১৬। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥ ৯০॥

১৭। করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লইয়া করে অঙ্গ সংবীজন॥ ৯১॥

১৮। স্বরূপাদিগণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁন্দিতে লাগিলা॥ ৯২॥

১৯। প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥ ৯৩॥

২০। উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে॥ ৯৪॥

২১। এই মত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
"হরিবোল" বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥ ৯৫॥

২২। আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি॥ ৯৬॥

২৩। উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥ ৯৭॥

২৪। বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল॥ ৯৮॥

২৫। গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥ ৯৯॥

২৬। ইহা হইতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥ ১০০॥

২৭। গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥ ১০১॥

২৮। বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
তার রূপ ভাব সখী বর্ণিতে না জানি॥ ১০২॥

২৯। রাধা লইয়া কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥ ১০৩॥

৩০। হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহা লইয়া আইলা॥ ১০৪॥

৩১। কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥ ১০৫॥

৩২। এই বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ১০৬॥

এই যে ভক্তভাবে অর্থাৎ মঞ্জরীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা দর্শনাদি সেবা করা হইল, এই অবস্থার নাম সমাধি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চটক পর্ব্বত দেখিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়ার আবেশ হইলে, ভক্তভাবে অর্থাৎ ভক্তগণের সর্ব্বদা মঞ্জরী ভাব থাকে। এই মঞ্জরীভাবে শ্রীগোর্দ্ধনে উপস্থিত হইয়া, যে সব লীলা দর্শন করিলেন, এই আবেশ অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা। এই সময়ে বাহ্য স্মৃতি লোপ হয়। ইহার নাম অন্তর্দ্দশা। এই আবেশ অবস্থায় দর্শন ও ফুল উঠান সেবা করা হইল। এই একটী দৃষ্টান্ত বলা হইল।

২। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীহরিনাম মালা জপ করিতে করিতে, লীলা স্মরণ অবস্থায়, ভাবাবেশ অর্থাৎ সিদ্ধ দেহে শ্রীমঞ্জরীভাবের আবেশ হইলে, এই দেহ এই স্থানে অচৈতন্য অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল এবং তিনি গোপীভাব ধারণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত দেহে অর্থাৎ মঞ্জরীভাবে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত শ্রীযমুনায় জলক্রীড়া করিতেছেন। জল হইতে তীরে উঠিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধারাণীর কর্ণের কুণ্ডল জলে পড়িয়া গিয়াছে, বাটী গেলে জটিলা ভর্ৎসনা করিবে, এই ভয়ে সখীগণ সহিত সকলেই যমুনার জলে কুণ্ডল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মঞ্জরী দেহ, শ্রীগুরু মঞ্জরীর আদেশ পাইয়া জলে নামিয়া সখীগণ সহিত কুণ্ডল অন্বেষণ করিতে করিতে সৌভাগ্য বশতঃ নিজেই শ্রীকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরু মঞ্জরীর শ্রীহস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীগুরু মঞ্জরী শ্রীরূপ মঞ্জরীর করকমলে, শ্রীকুণ্ডল অর্পণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মঞ্জরী দেহ দেখাইয়া বলিলেন, এই নূতন মঞ্জরী এই শ্রীকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে শ্রীকুণ্ডল অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া, এই নূতন মঞ্জরীকে বহু কৃপা-আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার নাম সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় সখীবৃন্দ সহিত শ্রীরাধারাণীর দর্শন ও সেবা করা হইল। ইহার নাম অন্তর্দ্দশা। ইহাতে বাহ্য স্মৃতি শূন্য হয়।

৩। তৃতীয় আরও একটী দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি অবস্থা। বড় আশ্চর্য্য। শ্রীশ্যামানন্দ চরিত্র গ্রন্থ দেখিবেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সোপান। অন্ত্য খণ্ড।

সমাপ্ত ॥

শ্রীগুরু
ভ
জ
নি
তাই
গৌ
র
রা
ধে
শ্যা
ম
জ
প
হ
রে
কৃ
ষ্ণ
হ
রে
রা
ম